

নিউইয়র্কে ফুড স্ট্যাম্প'র অর্থ প্রদান শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে ৮ দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় শুরু হয়েছে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (স্ন্যাপ) বা ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দীর্ঘ গভর্মেন্ট শাটডাউন শেষ হওয়ার পথে

সিনেটে ৮ ডেমোক্র্যাটের সমর্থন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দীর্ঘ ছয় সপ্তাহের গভর্মেন্ট শাটডাউন বা সরকারী অচলাবস্থার অবসানের পথে এগোচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। রবিবার সিনেট সরকার পুনরায় চালুর প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি নবায়নের নিশ্চয়তা ছাড়াই মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটদের একটি অংশ সমঝোতামূলক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। তবে এই সিদ্ধান্তে ডেমোক্র্যাট শিবিরে বিভাজন দেখা দিয়েছে, আর চূড়ান্ত চুক্তি কার্যকর হতে এখনো কয়েক দিন সময় লাগতে পারে।

রবিবার রাতে সিনেটে ৬০-৪০ ভোটে সরকার পুনরায় চালুর প্রস্তাবের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ভোটটি ছিল একাধিক ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ॥ Issue 07 / November 10, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ॥ সংখ্যা ০৭ ॥ সোমবার, নভেম্বর ১০, ২০২৫, কার্তিক ২৫, ১৪৩২ ॥ জমাদিউল আউয়াল ১৮, ১৪৪৭

মামদানীর বিজয়ধ্বনীতে নতুন বার্তা

আত্মবিশ্বাসী-আত্মপ্রতিভার জয়

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জোহরান মামদানী, দক্ষিণ এশিয়ো বংশোদ্ভূত। যিনি উগান্ডায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে মা-বাবার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন মাত্র ৭ বছর বয়সে। তাঁর শৈশব কেটেছে নিউইয়র্কের বৈচিত্র্যময় রাজনীতি আর ঐতিহ্য দেখে। সেই রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের সাথে ডেমোক্র্যাট রাজনীতির ধারাতে নিজেকেও গড়ে তুলেন মামদানী। ২০১৮ সালে ইউএস নাগরিকত্ব অর্জনের পর ২০১৯ সালে সবচেয়ে কনিষ্ঠ বয়সে কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ থেকে নিউইয়র্কের স্টেট অ্যাসেম্বলী ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেছেন জোহরান মামদানি। ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের সমালোচনার ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মামদানীর প্রচারণা অনুকরণে ডেমোক্র্যাটরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির প্রচারণা শুধু ভোটে জয় এনে দেয়নি, এটি বদলে দিয়েছে রাজনীতির ভাষা, ভঙ্গি ও ভিজ্যুয়াল গল্প বলার ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মামদানী'র নাগরিকত্ব বাতিলের কৌশল খুঁজছে রিপাবলিকানরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে জোহরান মামদানি ঠেকাতে আমেরিকান রিপাবলিকানরা এবার রাজনৈতিক কৌশলের ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্ন্যাপ অর্থ ছাড়ে ফেডারেল আদালতের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের সাময়িক স্থগিতাদেশ

নভেম্বরের ফুড স্ট্যাম্প অনিশ্চয়তায় কোটি পরিবার!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নভেম্বর মাসের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি-স্ন্যাপের সম্পূর্ণ অর্থ ছাড়ে ফেডারেল আদালতের নির্দেশের পর ট্রাম্প প্রশাসন এটি স্থগিত রাখতে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। এর প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শুক্রবার ফেডারেল আদালতের সেই নির্দেশে সাময়িক স্থগিতাদেশ দেন।

এতে নভেম্বরের ফুড স্ট্যাম্প বা স্ন্যাপ সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন কোটি পরিবার।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কেতনজি ব্রাউন জ্যাকসন শুক্রবার আপাতত স্থগিত করে জানিয়েছেন, এই স্থগিতাদেশ সাময়িক। যাতে আপিল আদালত সময় পায় ঠিক করতে, ট্রাম্প ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সমাধানহীন সিনেট

গভর্মেন্ট শাটডাউন সংকটের প্রভাবে বিপর্যয় সর্বত্র

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অচলাবস্থায় বিমানবন্দর থেকে গ্রোসরী দোকান পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

ইতিহাসে দীর্ঘতম সরকারি অচলাবস্থা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অস্থিরতা ও উদ্বেগ। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন; কেউ কাজ হারিয়েছেন, কেউ খাবার জোগাড়ে হিমশিম খাচ্ছেন, আবার কেউ নিজের পারিবারিক জীবন রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত। ফ্লাইট বাতিলে ও বিলম্বের কারণে বিমানবন্দরে বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়েছে। ফুড স্ট্যাম্প বা স্ন্যাপ না পাওয়ায় খাদ্য ঝুঁকিতে পড়েছেন নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো। গ্রোসারী ও সুপার মার্কেটেও মন্দাভাব চরমে।

সরকারি অচলাবস্থা শেষ করতে শনিবারও বিশেষ এক অধিবেশনে বসে সিনেট। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনার পরও কোনো সমঝোতা হয়নি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জন থুন জানিয়েছেন, "সরকার পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত" সিনেট অধিবেশন অব্যাহত থাকবে।

সিএনএন তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শুক্রবার দিনভর দেশজুড়ে এক হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল এবং হাজারো ফ্লাইট দেরিতে ছাড়ায় যাত্রীদের মধ্যে দেখা গেছে চরম ক্ষোভ। খাদ্য সহায়তা বা ফুড স্ট্যাম্পের ওপর নির্ভরশীল লাখো পরিবারও অনিশ্চয়তায় আছে, কারণ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এখনো আদালতে লড়ছে পূর্ণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ ঠেকাতে।

অচলাবস্থার কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরে বেতনহীন থাকা ফেডারেল কর্মীরা বলছেন, বিল জমে গেছে, আর হাতে আর কোনো উপায় নেই। কংগ্রেসে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের অচলাবস্থায় এই সংকটের কোনো সমাধান এখনো দেখা যাচ্ছে না।

সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জন থুন বলেছেন, ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টা "পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।"

অন্যদিকে সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার জানিয়েছেন, তাদের ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE

Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com



Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

২২ হাজার শিক্ষার্থী কমেছে সিটির পাবলিক স্কুলে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী হ্রাসের হার আরো তীব্র হয়েছে। চলতি বছর সিটির পাবলিক স্কুলে ভর্তি কমেছে প্রায় ২২ হাজার, এ হ্রাসের হার গত চার বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

গণিত ও পাঠে দুর্বলতার চিত্রও ভয়াবহ, সিটির দুই-তৃতীয়াংশ চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী মৌলিক দক্ষতায় পিছিয়ে।

এডুকেশন বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে যেখানে সিটির পাবলিক স্কুলে ১০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী ছিল, এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে ৮ লাখ ৪৪ হাজারে। কোভিডের পর ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

উচ্চকক্ষের সদস্য হতে তদবির

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি সাধারণ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সারা দেশে ভোটের হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। এই মনোনয়নে দলের ভেতরে-বাইরে সবাই যে খুশি, এমন নয়। অনেকেই নাখোশ, যাদের বেশিরভাগ এখনো মনোনয়নপ্রত্যাশী। ওদিকে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়িত হলে সংসদে উচ্চকক্ষে মনোনয়ন পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। সেদিকেও তাকিয়ে আছেন মনোনয়নবঞ্চিত অনেকে।

বিএনপির ভেতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মনোনয়নবঞ্চিতদের মধ্যে দলের নীতিনির্ধারণী স্থায়ী কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, যুগ্ম মহাসচিব, সাবেক মন্ত্রী, নিজ নিজ এলাকায় এখনো প্রভাবশালী সাবেক সংসদ সদস্য আছেন। তাদের প্রায় সবাই এখন জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও উচ্চকক্ষ গঠনের পথ খোলে কি না, সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন। এর বাইরে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মরত অধ্যাপক, সাবেক বিচারপতি, সাবেক আমলা, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সিনিয়র শিল্পীদের অনেকে উচ্চকক্ষে মনোনয়ন পেতে আগ্রহী। এমন নেতা ও ব্যক্তিদের অনেকে এখন স্থায়ী কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

বিএনপি হাইকমান্ড ও স্থায়ী কমিটির সদস্যরা অবশ্য এখনই উচ্চকক্ষের জন্য তদবিরকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারা বলছেন, বর্তমান নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন সামনে রেখে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও, এমনকি নির্বাচনের পরও দলের অনেক কাজ থাকে। সেই দিকগুলোও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় শুক্রবার বলেন, 'সবাই সংসদ সদস্য হলে দলীয় রাজনীতি কে করবে! রাজনীতির অনেক দিক আছে, সেখানেও ত্যাগী, জ্ঞানী-গুণীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় হাইকমান্ড সেটিও বিবেচনায় নিয়েছে।'

জুলাই সনদের যেসব প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তবে কীভাবে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ আছে। বিএনপি সংসদের সাধারণ আসনের আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষে আসনবণ্টন চায়। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী চায় সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষে দলগুলোর সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হোক। আর জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) চায় সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষে সদস্যসংখ্যা স্থির হোক।

সরকার দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সনদ বাস্তবায়নে নির্দেশনা দিতে সাত দিনের যে সময় বেঁধে দিয়েছে, তা আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি শেষ হবে। বিএনপি ও এনসিপি চায়, সরকার নিজেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। জামায়াতে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে আলোচনার একটি উদ্যোগ নিলেও তাতে আগ্রহ দেখায়নি বিএনপি ও এনসিপি।

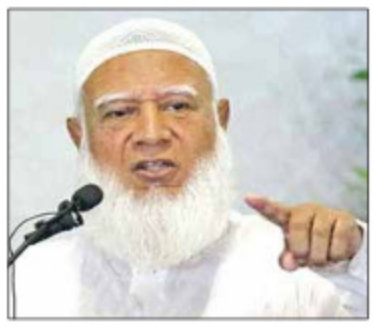
সরকারের দিক থেকে সিদ্ধান্ত যেমনই আসুক, বিএনপি উচ্চকক্ষ বাস্তবায়ন চায়, এমনটা জানান ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিএনপি

মনোনয়নবঞ্চিত নেতা, অধ্যাপক, সাবেক মন্ত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাবেক বিচারপতি, সাবেক আমলা, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সিনিয়র শিল্পীরা উচ্চকক্ষে আগ্রহী

ডাকসু-জাকসুর মতোই আগামী নির্বাচনের ফল হবে

-- ডা. শফিকুর রহমান



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আগামী নির্বাচনের ফল হবে ডাকসু, জাকসু, রাকসুর মতো। তরুণরা ককপিটে বসে দেশ পরিচালনা করবে; আমরা পেছন থেকে শক্তি জোগাব।

শুক্রবার রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত চার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

'দুর্বার নেতৃত্বে গড়ি স্বপ্নের ক্যাম্পাস' এ স্লোগানে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে তরুণ ছাত্রনেতাদের দেশ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, তোমাদের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান হয়েছে। আগামী নতুন বাংলাদেশ তরুণদের হাতে গড়ে উঠবে।

আগামী নির্বাচনের ফলাফল কী হবে তা ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আভাস পাওয়া গেছে এমন দাবি করে তিনি বলেন, আমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করে, আগামীর বাংলাদেশটা কেমন হবে? আমি বলি যে, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেন। যেমন হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; তেমনই হবে আগামীর বাংলাদেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক এক্সিলেন্স, গবেষণা, জ্ঞানচর্চা ও সততার পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন শিবিরের সাবেক সভাপতি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, রফিকুল ইসলাম খান এবং চাকসুর সাবেক ভিপি জসিম উদ্দিন সরকার, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, জাকসু ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু, চাকসু ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি, রাকসু ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, জাকসুর এজিএস আয়শা সিদ্দিকা মেঘলা এবং রাকসুর নির্বাহী সদস্য সুজন চন্দ্র।

গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য, জুলাইযোদ্ধা এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা ছিলেন অনুষ্ঠানে। আমন্ত্রণ জানালেও অনুষ্ঠানে আসেননি ছাত্রদলের নেতারা।



হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?



Bestcare
Home care, your care.

আমরা বাংলায় কথা বলি

PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018	1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জটিলতা

আইনি প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র মতভিন্নতায় জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন চলতি সপ্তাহের মধ্যে দলগুলো ঐকমত্যে না এলে সরকার নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেবে ।

এদিকে দলগুলোর এমন বিভেদ চলতে থাকলে আগামী দিনে জাতীয় নির্বাচনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়বে সরকারের জন্য। এমনটি যাতে না হয়, সে জন্য দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন প্রধান উপদেষ্টা। চলতি সপ্তাহের মধ্যে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য না এলে সরকারকেই নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তখন আদেশ জারির ক্ষেত্রে যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সে জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে গত ২৭ অক্টোবর দুটি আদেশ জারির প্রস্তুতি নিতে আইন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। জামায়াতে ইসলামীর আলোচনার আমন্ত্রণে সাড়া দিচ্ছে না বিএনপি ।

সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেয় জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এরপরই গণভোট এবং নোট অব ডিসেন্ট (আপত্তি) ইস্যুতে বিপরীত অবস্থানে চলে যায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এমন অবস্থায় ৩ নভেম্বর উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠক হয়। যেখানে দলগুলোকে আলোচনা করে সাত দিনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত দিতে অনুরোধ জানানো হয়। এরই মধ্যে পাঁচ দিন কেটে গেছে, কিন্তু দলগুলোর মধ্যে আলোচনায় বসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আলোচনার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে বিএনপিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি তাতে ।

এদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ মতের জন্য অপেক্ষার পাশাপাশি। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারির প্রস্তুতিও চলছে সরকারের ভেতরে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে এবং আদেশ জারির বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে আইন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের দ্বিতীয় প্রস্তাবের আলোকে সরকার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ২৭০ দিনের স্থলে যত দিন লাগে, তত দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কারের কাজ শেষ করার কথা বলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকাসহ ১৫ জেলায় নতুন ডিসি : মাঠ পর্যায়ের ইসির ২৩ কমকর্তাকে বদলী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকা, খুলনা, গাজীপুর, বগুড়া, নোয়াখালীসহ ১৫ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসককে (ডিসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ছয়জন ডিসিকে অন্য জেলায় বদলি এবং উপ সচিব পদ মর্যাদার নয়জন কর্মকর্তাকে নয়টি জেলায় ডিসির দায়িত্ব দিয়ে আদেশ জারি করেছে।

এদিকে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উপজেলা পর্যায়ের ২৩ জন কর্মকর্তাকে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

শনিবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমানের সই করা এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসের ২১ নির্বাচন কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাচন অফিসের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে বদলি করা হয়েছে। আর উপজেলা নির্বাচন অফিসের দুজন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে জেলা নির্বাচন অফিসের নির্বাচন কর্মকর্তা পদে বদলি করা হয়েছে।

The Weekly Bangla Patrika

Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের জন্য সুখবর

বাংলাদেশে এখন রাজনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য দেখা যাচ্ছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সেখানেও হতাশা বিরাজমান। ঘুষ, দুর্নীতি, অপকর্ম, সংঘাত– কোনোটিই যখন স্বস্তি দিচ্ছে না–সমাজ, রাষ্ট্রে যখন নানা নেতিবাচকতায় অস্থিরতা বিরাজ করছে, সে সময়ে বাংলাদেশের জন্য একটা সুখবর কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে পারে।

রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের পক্ষে জার্মান বহুজাতিক প্রকাশনা সংস্থা স্প্রিঙ্গারের পরিবেশবিষয়ক সাময়িকী অ্যাম্বিওতে প্রকাশিত একটি গবেষণামতে, বিশ্বের ৬১টি দেশের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ চতুর্থ স্থান লাভ করেছে। নেপাল তালিকার শীর্ষে আর ইউরোপের স্পেন ও কানাডা, জাপান, ইসরায়েলসহ কয়েকটি দেশ রয়েছে একেবারে তলানিতে। যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রিয়ার একদল বিজ্ঞানীর পরিচালিত এই গবেষণা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং আধুনিকতার ভিড়েও প্রকৃতির প্রতি আমাদের সহজাত টান আজও অমলিন রয়েছে।

৬১টি দেশের ৫৭ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে পরিচালিত এই গবেষণায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করে, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এটি হচ্ছে বিশ্বে এ বিষয়ের প্রথম গবেষণা।

গবেষণার তথ্যমতে, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক শুধু মানসিক প্রশান্তিই দেয় না, এর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যেসব দেশের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক বেশি নিবিড়, তাদের সুস্থ থাকার হারও বেশি। এসব দেশের মানুষ কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব উপায়গুলো অনুসরণে বেশি আগ্রহী। অন্যদিকে, যে দেশগুলোর মানুষ এ সম্পর্কে কম নিবিড়, সেসব দেশে জীববৈচিত্র্য বেশি ঝুঁকিতে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক পরিবেশ সুরক্ষার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে। বাংলাদেশের জন্য এই সফলতা ইঙ্গিত দেয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ডামাডোলে স্বীকৃতির মর্যাদা যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগামীতে অবশ্যই এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে বিষয় যুক্ত করাও একান্ত জরুরি। একই সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির কথা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে, যার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যগত পরিবেশপ্রীতি টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি হতে পারে।

যদিও আমরা পরিবেশ-প্রকৃতি ধ্বংস করে বিগত সময়ে নানা উন্নয়নমূলক মেগা প্রকল্প নিয়েছি। নীতিনির্ধারকেরা এখনো সেসবের ক্ষতির দিকগুলো বুঝতে পারছেন না।

এই গবেষণা থেকে শিক্ষণীয় হলো, উচ্চ মাথাপিছু আয় এবং শিল্পায়নের চরম শিখরে পৌঁছানোই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক বিনির্মাণের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না; বরং

এটি একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, যা দৈনন্দিন জীবনের অংশ। এই ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য ভবিষ্যতে সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে ভূমিকা নিতে হবে। এখন দরকার এই অর্জনকে আরও উঁচুতে নেওয়ার জন্য সব ধরনের করণীয় ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।



গৌণ ইস্যুর চাপে আসলটাই উধাও

আজাদুর রহমান চন্দন



জুলাই সনদ, গণভোট, পিআর পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। *ছবি: সংগৃহীত*

আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণাটা যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকে অনেক মানুষকে তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের ঘোষিত সময়সীমা যত এগোচ্ছে, নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ছে। কোনো কোনো দলের নেতারা তো ইদানীং রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন, নির্বাচন না-ও হতে পারে, কিংবা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হলেও গণভোট হতেই হবে। কোনো কোনো মহল থেকে আবার তাদের পছন্দমাফিক কাজ না হলে নির্বাচন হতে না দেওয়ার হুমকি আসছে আগে থেকেই। কখনো কখনো মান-অভিমানের খেলা শেষে তাদের সব চাওয়াই পূরণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর জুলাই সনদে সই করেছে বামপন্থী চারটি দল ছাড়া অন্যান্য দল। গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কিছু শর্ত আরোপ করে সনদে সই করা থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকে। পরে সনদ বাস্তবায়নের দলিল প্রণয়ন করা হয়। তবে এই সনদে সই করে দেশে ক্রিয়াশীল সবচেয়ে বড় দল বিএনপি যে এখন বিপাকে পড়েছে, তা ধরে নেওয়া যায়।

কয়েক মাস ধরে বিএনপির নেতারা মুক্তিযুদ্ধ ও বাহাত্তরের সংবিধানের মূলভিত্তির পক্ষে মনভোলানো কথাবার্তা বলে এলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় সনদে সই করেছে। অনেকে মনে করেন, ফেব্রুয়ারিতে যাতে নির্বাচনটা হয়ে যায়, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুকূলে রাখতেই দলটি সনদে সই করেছে। ফাঁদে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে এখন সুর পাল্টেছে। বিএনপি যে ফাঁদে পড়েছে, তার আভাস মেলে দলীয় কোনো কোনো নেতার বক্তব্যেও। দলটির চেয়ারপারসনের এক উপদেষ্টা গত শনিবার এক আলোচনা সভায় বলেছেন, 'বিএনপি এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, যাদের প্রয়োজন হয়, তারা নিজেদের স্বার্থে এ দলকে ব্যবহার করে নিচ্ছে। বিএনপি আজ অর্জুনগাছের ছালের মতো–যার দরকার পড়ে, কেটে নেয়।'

বিএনপির নেতাদের অভিযোগ, আলোচনাকালে এবং সনদে সই করার সময় বলা হয়েছিল, সব রাজনৈতিক দল যেসব বিষয়ে একমত, সেগুলো সই হয়ে গেল। যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত নয়, তাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' বা জোরালো আপত্তি আছে, সেগুলোও লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে। কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কাছে উত্থাপন করেছে, তাতে নোট অব ডিসেন্টের কোনো উল্লেখই নেই। কমিশন আবার নতুন করে কিছু বিষয় জুড়ে দিয়েছে। এটাকে অন্যায় এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা আখ্যা দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'জুলাই সনদে আমরা যে অংশে সই করেছি, তার দায়দায়িত্ব আমরা নেব। কিন্তু যেটা আমরা সই করিনি, সেটার দায় আমরা নেব না।' দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'জুলাই সনদ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। আমি একজন ক্ষুদ্র রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী হিসেবে মনে করি, জুলাই সনদ দেশের জনগণের প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু ব্যক্তি, যাঁরা এখানে উপদেষ্টা হয়েছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বসবাস করতে গেলে অনেক পর্যায়ের সম্মুখীন হবেন, তাঁদের জন্য হয়তো জুলাই সনদের প্রয়োজন আছে।'

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট অনুষ্ঠানের এবং সংসদে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতিতে করার দাবিতে মাঠ গরম করছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনও জাতীয় নির্বাচনের আগে অথবা একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছে। জুলাই সনদে এত এত প্রস্তাবের ওপর কীভাবে গণভোট হবে। ধরা যাক, কোনো নাগরিক কোনো বিষয় পুরোটা, কোনো বিষয়ের অর্ধেকটা, আবার কোনোটার সিকিভাগ মানেন। তার পক্ষে কি এককথায় 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে রায় দেওয়া সম্ভব? গণভোট ও পিআর পদ্ধতি প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিবের ভাষ্য, 'পিআর হবে কি না, ওটা আগামী পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে। গণভোট প্রসঙ্গে আমরা রাজি হয়েছি। আলাদা করে গণভোটের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমরা বলেছি, নির্বাচনের দিনই গণভোট করা হোক, এতে খরচ কমবে। কারণ, আলাদা গণভোটে হাজার কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। তাই নির্বাচনের ব্যালটে দুটি বিষয় থাকবে–

একটি সংসদ নির্বাচন, অন্যটি গণভোট। এটা ছিল একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত। এটা না করে এখন আবার তাঁরা গণভোট আগে হতে হবে, তারপর নির্বাচন হবে–এটা বলছেন।' জুলাই সনদ, গণভোট, পিআর পদ্ধতি, ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে।

চলছে পারস্পরিক দোষারোপের খেলা। জামায়াতের নেতারা খোলামেলাভাবে বিএনপিকে সংস্কারবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এতে বাড়ছে দুই পক্ষের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি। বিএনপির মহাসচিব বলছেন, ১৯৭১ সালে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা এখন চব্বিশের জুলাই আন্দোলনকে বড় করে দেখাতে চায়। বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল তো জামায়াতে ইসলামীর 'সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নকরণ' এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনীতির পুনরুত্থান রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এসবের ফলে জনমনে শুধু নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তাই নয়, আতঙ্কও বাড়ছে।

এমনিতেই এক বছরের বেশি সময়েও উদ্ধার হয়নি পুলিশের লুট হওয়া বিপুলসংখ্যক অস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ। বলা হচ্ছে, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে তরুণদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এটি পাইলট প্রকল্প। ভবিষ্যতে এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিকেরা দেশের রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং দেশের সংকটকালে প্রয়োজনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে।

দেশের সামরিক ও ভৌগোলিক বাস্তবতায় এটি নাকি অপরিহার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচলন থাকলেও তা পরিচালিত হয় সে দেশের জাতীয় নীতি-কৌশলের আলোকে। বাংলাদেশে আলোচিত প্রকল্পে সে রকম কোনো জাতীয় কৌশল বা নীতি অনুপস্থিত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের কোনো প্রকল্প যদি নেওয়া হয়, তাহলে তা প্রতিরক্ষা কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যে সনদ নিয়ে এত জল ঘোলা করা হচ্ছে, সেটি বাস্তবায়িত হলে কি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্য আদৌ দূর হবে বা কমবে? কারসাজির মাধ্যমে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় যে সিন্ডিকেট, তার কি বিলোপ ঘটবে? সর্বশেষ গত শনিবার সিলেটে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের আন্দোলনে মদদ দেওয়ার অভিযোগে সিপিবি ও বাসদের ২৩ নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে।

দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অর্থ কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার কাজে ব্যয় করা হলেও বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ কর আহরণ করা হয় না। শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি দিয়ে উৎপাদন ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। কর্মস্থলের নিরাপত্তার পেছনেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে তাঁরা নারাজ। উল্টো তাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিংবা আমদানি-রপ্তানির নামে লুটপাট ও অর্থ পাচার করেন। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হলে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলানো জরুরি। এ বিষয়ে জুলাই সনদে কোনো দিকনির্দেশনা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নব্বইয়ে এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় গঠিত টাস্কফোর্স তিন মাসের মধ্যে যে দলিল প্রণয়ন করেছিল, তাতে আত্মনির্ভর উন্নয়নের রূপরেখা ছিল স্পষ্ট। বৈষম্য কমানোরও নানা পদক্ষেপের প্রস্তাব ছিল।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

এক বেডরুমের ভাড়া বাড়ি থেকে প্রাসাদে উঠছেন জোহরান মামদানি, কী আছে সেখানে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি থাকেন কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ায় একটি সাধারণ ভাড়া অ্যাপার্টমেন্ট। মাসে ২ হাজার ৩০০ ডলার ভাড়ার এক বেডরুমের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি। সিঙ্ক ফুটা হয়ে পানি চুঁইয়ে পড়ছিল, তাইলে তোয়ালে দিয়ে মেঝে ঢাকতে হয়েছিল তাঁকে। দৈনন্দিন এমন গৃহস্থালী সমস্যা এবং 'এক বেডরুম এখনকার জন্য একটু বেশিই ছোট' সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে জোহরান এই হতাশা প্রকাশ করেছেন।

তবে এই ধরনের সাধারণ সমস্যাগুলো আর বেশিদিন তাঁকে সামলাতে হবে না। কারণ, নিউইয়র্ক সিটির সরকারি বাসভবন গ্রেসি ম্যানশনের বাসিন্দা হবেন শিগগিরই।

জোহরান মামদানির বর্তমান অ্যাপার্টমেন্টটি বড়জোর ৮০০ বর্গফুট হতে পারে। সেখানে রয়েছে হিটিং ও গরম পানির ব্যবস্থা, রান্নাঘরে একটি জানালা, দুটি ক্লোজেট–এমন সাধারণ কিছু আসবাবপত্র।

অন্যদিকে, গ্রেসি ম্যানশন হলো ২২৬ বছরের পুরোনো, ১১ হাজার বর্গফুটের একটি প্রাসাদ। আপার ইস্ট সাইডে ইস্ট নদীর তীরে কার্ল শুরজ পার্কে অবস্থিত এই ভবন। ঝাড়বাতির আলোয় উজ্জ্বল আয়না, চকচকে মেহগনি কাঠের দরজা, বিশাল লনে রয়েছে আপেল ও ডুমুর গাছ এবং সবজি বাগান। বাগানে অবশ্য মাঝেমধ্যেই খরগোশেরা বেশ উপদ্রব করে। এমন এক রাজকীয় আবহ রয়েছে সেখানে।

গ্রেসি ম্যানশনকে একবার নিউইয়র্ক টাইমসের একজন রিপোর্টার 'ফ্যাকাশে লেমন কেকের মতো বাড়ি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। এটি কেবল বাসস্থান নয়, এটি কঠোর নিরাপত্তা এবং বিলাসবহুল আয়োজনের এক অভিজাত কেন্দ্র।

বাসভবনের নিচতলাটি অত্যন্ত জমকালো 'ফেডারেল' স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। এই স্থাপত্য নকশায় মেয়রের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এখানে একটি গ্র্যান্ড ফায়ারপ্লেস-সহ বিনোদন কক্ষ এবং প্যারিসের বাগানচিত্রযুক্ত ওয়ালপেপার দিয়ে মোড়ানো একটি ডাইনিং রুম রয়েছে।

মেয়রদের জন্য এখানে রয়েছে পূর্ণ-সময়ের শেফ, যিনি তাঁর জন্য খাবার প্রস্তুত করেন। করিডোরের ওপারে রয়েছে বিশাল বলরুম। ১৯৬৬ সালে এটি উদ্বোধন করা হয়।

মূল ভবনে ওপর তলায় রয়েছে পাঁচটি বেডরুম। যদিও ঘরোয়া আবহ আনার জন্য বিভিন্ন মেয়র তাঁদের মতো করে অভ্যন্তরীণ সজ্জা পরিবর্তন করেছেন। মেয়র বিল ডি ব্লাসিওর পরিবার আধুনিকীকরণের জন্য একজন ডেকোরেটর নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়া মেয়র অব্রাহাম বিমের স্ত্রী মাঝরাতের হালকা খাবার খাওয়ার জন্য একটি ঘরকে ছোট ডাইনেটে রূপান্তরিত করেছিলেন।



জোহরান মামদানি ও তাঁর স্ত্রী রামা দুয়াজি। ছবি: সংগৃহীত

মেয়র ডি ব্লাসিওর ছেলে ড্যান্টে ডি ব্লাসিও স্মরণ করেন, 'বিশাল লন এবং বলরুম পাওয়াটা ছিল আমেরিকার সবচেয়ে ভাগ্যবান শিশুর মতো অনুভূতি।' তবে তিনি স্বীকার করেন, এই বিশালতা শহরের দৈনন্দিন বাস্তবতা, এর গৌরব ও বিনয়ের দিকগুলো থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অ্যাস্টোরিয়া, যেখানে মামদানি এখনো অ্যাসেম্বলিম্যান হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন, সেটি হলো বহু সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র–গ্রিক, মিশরীয়, মরক্কো এবং লাতিন জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। এটি সাশ্রয়ী, কোলাহলপূর্ণ এবং নিউইয়র্কের অন্যতম সেরা ফুড জোন। মামদানি নিজেই তাঁর পাড়ার থাই রেস্তোরাঁর কাঁচা স্পাইসি বিফ এবং সামুদ্রিক খাবারের স্পটগুলো (বাহারি ইস্টিয়াটোরিও, ইলিয়াস কর্নার এবং আবুকার) সুপারিশ করেন।

অন্যদিকে, আপার ইস্ট সাইড দীর্ঘকাল ধরে নিউইয়র্কের সবচেয়ে ধনী এবং অভিজাত এলাকা। এখানে বার্গার বা স্প্যাগেটি পমোডোরো সহজে খুঁজে পেলেও অ্যাস্টোরিয়ার মতো ভিন্ন স্বাদের খাবার পাওয়া কঠিন। সেন্ট্রাল পার্কের কাছে অবস্থিত মার্ক হোটেলের মতো বিলাসবহুল স্থানে এক প্লেট গ্রিলড ব্ল্যাক সি বাসের দাম ৭২ ডলার।

মামদানির অ্যাস্টোরিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে কোনো বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। কিন্তু গ্রেসি ম্যানশনের আসল আকর্ষণ হলো এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উঁচু প্রাচীর, চতুর্দিকে ক্যামেরা এবং বাইরে মোতায়েন থাকা পুলিশ কর্মকর্তাদের দল–নিরাপত্তার এই স্তরটি নিশ্চিত করার জন্যই মেয়ররা শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে বাধ্য হন। প্রাক্তন মেয়র বিল ডি ব্লাসিও মামদানিকে এই কারণেই গ্রেসি ম্যানশনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন: 'নিরাপত্তার জন্য হলেও তার সেখানে যাওয়া উচিত।'

মেয়র ফিওরেলো লাগার্ডিয়া ১৯৪২ সালে প্রথম এই ম্যানশনে স্থানান্তরিত হন এবং এর নাম পরিবর্তন করে আরও সাধারণ 'গ্রেসি ফার্ম' রাখার চেষ্টা করেন। যদিও নামটি টেকেনি, কিন্তু তাঁর স্ত্রী নিজে বাড়ির সমস্ত গৃহস্থালির কাজ করতেন এবং লনে পরিবারের কাপড় শুকাতেন।

তবে সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস এই বাড়ির এক অন্যরকম হুমকির কথা বলেছিলেন: 'ম্যানশনে ভূত আছে, ভাই!'

মেয়র রুডি গুলিয়ানিকে তাঁর তৎকালীন স্ত্রী ডোনা হ্যানোভার ডিভোর্স দিলে, সিটি হল ছাড়ার কয়েক বছর পরে এটির লনেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের অনুষ্ঠান করেন রুডি।

মেয়র এড কচ প্রথমে তাঁর ভাড়া বাড়িতে থাকতে চাইলেও পরে ভোটারদের ফোনের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে গ্রেসি ম্যানশনে চলে যান। তিনি তখন বলেছিলেন, 'পশ জীবনের সঙ্গে খুব দ্রুত মানিয়ে নেওয়া যায়, এবং আমি সেটাই করেছিলাম।'

ড্যান্টে ডি ব্লাসিওর পরামর্শ ছিল, 'আপনার প্রচুর পার্টি করা উচিত!'







নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের সরকারি বাসভবন গ্রেসিয়া ম্যানশন। ছবি: উইকিপিডিয়া

সরকারের পদক্ষেপ দেখে ভোটের সিদ্ধান্ত এনসিপির

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ছাড়া আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেবে কি নেবে না, তা পর্যালোচনা করছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এ জন্য দলটি জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারের পদক্ষেপের দিকে নজর রাখছে। সরকারের পদক্ষেপ দেখেই নির্বাচনে যাবে কি যাবে না সে সিদ্ধান্ত নেবে দলটি।

এনসিপির সাধারণ সভায় গত শুক্রবার রাতে দলের কেন্দ্রীয় সদস্যদের সামনে এসব বিষয়ে পর্যালোচনা তুলে ধরেন নেতারা। এই সভায় এনসিপি জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করবে নাকি এককভাবে নির্বাচনে যাবে, সে বিষয়েও আলোচনা হয়। তবে কোনো বিষয় নিয়েই এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসেনি দলটি। পরবর্তী সভায় এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন একাধিক নেতা।

সভায় অংশ নেওয়া একজন কেন্দ্রীয় নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গত শনিবার বলেন, 'সভায় মূলত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রথমত, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ছাড়া এনসিপি নির্বাচনে অংশ নেবে কি নেবে না। দ্বিতীয়ত, নির্বাচনে গেলে জোটবদ্ধ হয়ে যাবে, নাকি এককভাবে যাবে। নেতারা এই দুটো বিষয়ের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেছেন।'

সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় দেড় শ সদস্য উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। তবে শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতা ঢাকার বাইরে থাকায় অংশ নিতে পারেননি। তাই সভায় কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। পরবর্তী সভায় সব নেতার উপস্থিতিতে নির্বাচন বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম দেশের বাইরে আছেন। আর দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ কুমিল্লায় রয়েছেন। এ ছাড়া অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যাসহ নানা কারণে নির্বাহী সদস্যদের বেশ কয়েকজন শুক্রবারের সভায় অংশ নিতে পারেননি। তাই এই সভায় বড় কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের একটি বড় অংশ জুলাই সনদের বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া এবং একক নির্বাচনের পক্ষে মত জানিয়েছেন। দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন বলেন, 'সভায় বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। সবাই সবার মতামত তুলে ধরেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পথ ধরে দীর্ঘ অপেক্ষার পর দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ হতে যাচ্ছে। আমরা জানিয়েছি, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ছাড়া এই গণতান্ত্রিক উত্তরণ পূর্ণতা পাবে না। তাই আমরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে এই সনদকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছি।'

এনসিপির দাবি, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদ নিয়ে যে সুপারিশ দিয়েছে, তা কোনোরূপ পরিবর্তন না করে সরকার বাস্তবায়নের আদেশ জারি করুক। সরকার এই আদেশ জারি না করলে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে না বলে মনে করে দলটির নেতারা। জুলাই সনদ আদেশ বাস্তবায়ন ছাড়া নির্বাচন করা হলে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে বলেও তাঁদের আশঙ্কা।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার এ বিষয়ে বলেন, 'আমরা মনে করি, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন আদেশ ছাড়া নির্বাচন করতে গেলে একধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। সেটা কারও জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। তাই জুলাই সনদ নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ দেখে নির্বাচনে যাওয়ার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।'





ট্রাম্প বলেছেন, তিনি মামদানিকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। তবে মামদানিকে 'সম্মানজনক আচরণ' করতে হবে। ছবি: সংগৃহীত

মামদানি সম্মানজনক আচরণ করলে তাঁকে সহায়তা করব: ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। তবে সতর্ক করেছেন, সফল হতে হলে মামদানিকে ওয়াশিংটনের প্রতি 'সম্মানজনক আচরণ' করতে হবে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার রাতে জোহরান মামদানি প্রথম কোনো মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন। ইতিহাস গড়ার পর মামদানি যখন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দলের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছিলেন, তখনই ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।

মামদানি তাঁর বিজয়ী ভাষণে ট্রাম্পের বিরোধিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'ওটা বিপজ্জনক মন্তব্য।' ট্রাম্প ফক্স নিউজের ব্রেট বায়ারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ওয়াশিংটনের প্রতি তাঁকে কিছুটা শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তা না হলে সফল হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।' ওয়াশিংটন বলতে ট্রাম্প মূলত ফেডারেল সরকার এবং তাঁর প্রশাসনকেই বুঝিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমি চাই সে সফল হোক। আমি ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Crow St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা



পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বে ঢাকায় হামজা চৌধুরী

ক্রীড়া ডেস্ক: অবশেষে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের বহুল প্রতীক্ষিত তারকা মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরি। সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার কিছু পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলার। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি টিম হোটেলে গিয়ে যোগ দেন তিনি।

মূলত সোমবার দুপুরের ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা ছিল লেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডারের। কিন্তু ইংল্যান্ডে রাস্তায় দীর্ঘ ট্রাফিক জ্যামের কারণে নির্ধারিত ফ্লাইট মিস করেন হামজা। পরবর্তীতে নিজ উদ্যোগে নতুন ফ্লাইট বুক করেন তিনি, যার ফলে বাংলাদেশে তাঁর আগমন বিলম্বিত হয় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। যাত্রার ক্লান্তি কাটাতে আজ কোনো অনুশীলনে অংশ নিচ্ছেন না তিনি; সন্ধ্যার পর হোটেলেই বিশ্রামে থাকবেন।

আগামীকাল (১১ নভেম্বর) বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় দলের অনুশীলন সেশন অনুষ্ঠিত হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেখানেই প্রথমবারের মতো অনুশীলনে যোগ দেবেন হামজা চৌধুরি।

বাংলাদেশ দল ইতোমধ্যে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১৩ নভেম্বর ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিফা প্রীতি ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে লাল-সবুজরা। এরপর ১৮ নভেম্বর একই মাঠে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে জামাল ভূঁইয়ারা। দুটি ম্যাচই শুরু হবে রাত ৮টায়।

দলের বিদেশভিত্তিক ফুটবলারদের মধ্যে কানাডা প্রবাসী সামিত সোমেরও আগামীকাল রাতে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ নেপাল দল ১৩ নভেম্বরের ম্যাচের আগে আগামীকালই ঢাকায় পা রাখবে, যদিও দেশটির ফুটবলাররা সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়া লিগে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। ভারতের দল আসবে ১৫ নভেম্বর।

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

সাবেক চ্যাম্পিয়ন চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডের গ্রুপে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক: আগামী এপ্রিলে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ খেলবে 'এ' গ্রুপে। এই গ্রুপের অন্য তিনদল হচ্ছে সাবেক চ্যাম্পিয়ন চীন, স্বাগতিক থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। ব্যাংককে টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

১২টি দল তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের সাথে তৃতীয় হওয়া সেরা দুই দল উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেমিফাইনালে ওঠা চার দল পাবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপের টিকিট।

নারী ফুটবলে এবার ইতিহাস গড়ে এশিয়ান কাপে উঠেছে জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল। সিনিয়র এশিয়ান কাপ হবে মার্চে অস্ট্রেলিয়ায়। অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে 'বি' গ্রুপে আছে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান। দুই কোরিয়া দুইবার করে এই ট্রফি ঘরে তুলেছে। 'সি' গ্রুপে আছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন জাপান। তাদের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, চাইনিজ তাইপে ও ভারত।

গ্রুপিং

গ্রুপ এ: বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনাম।
গ্রুপ বি: উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান।
গ্রুপ সি: জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চাইনিজ তাইপে ও ভারত।



শান্তি পুরস্কার নিয়ে আসছে ফিফা, প্রথমবার কি ডোনাল্ড ট্রাম্প পাবেন



ক্রীড়া ডেস্ক: নতুন একটি পুরস্কার চালু করতে যাচ্ছে ফিফা। 'ফিফা পিস প্রাইজ' বা ফিফা শান্তি পুরস্কার এর নাম। আগামী ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে প্রথমবার এই পুরস্কার প্রদান করবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ।

ফিফা গত বুধবার জানায়, এই পুরস্কারটি 'ফিফা পিস প্রাইজ' নামে পরিচিত হবে এবং 'শান্তিতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি জানাবে।' ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ইনফান্তিনোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই পুরস্কার সবার আগে ট্রাম্পের হাতে উঠবে কি না? কিন্তু ইনফান্তিনো এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেননি। ইনফান্তিনোর ভাষায়, '৫ ডিসেম্বর আপনারা দেখতে পাবেন।'

মায়ামিতে আমেরিকা বিজনেস ফোরামে এই মন্তব্য করেন ইনফান্তিনো। ট্রাম্প একই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল।

ইনফান্তিনো বুধবার এই অনুষ্ঠানে আরও বলেন, 'ক্রমবর্ধমান অস্থির ও বিভাজিত বিশ্বে, তাদের অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা কঠোর পরিশ্রম করেন সংঘাতের ইতি টানতে এবং মানুষকে শান্তিপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে একত্রিত করতে।' ফিফা জানিয়েছে, পুরস্কারটি এ বছর ইনফান্তিনো প্রদান করবেন। তারপর প্রতিবছর 'বিশ্বজুড়ে ভক্তদের পক্ষ থেকে' দেওয়া হবে।

ইনফান্তিনো বলেন, বিশ্বকাপ ড্র, 'হচ্ছে সঠিক প্ল্যাটফর্ম সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার, যারা শান্তির জন্য এত কিছু করেছেন বা করছেন; কারণ, ফুটবল কিছুটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তারপর আমাদের দরকার নেতাদের যারা সঠিকভাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং লক্ষ্য হাসিল করবে।'

ফিফা সম্প্রতি ট্রাম্পের সঙ্গে আরেকটি সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির আংশিক অর্থায়নে পরিচালিত ১০ কোটি ডলারের একটি শিক্ষা প্রকল্পের বোর্ডে ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।



জাহানারার অভিযোগ

তদন্তে বিসিবির তিন সদস্যের কমিটি

ক্রীড়া ডেস্ক: বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাতীয় নারী দলের ক্রিকেটার জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

অভিযোগ আনার দুদিন পর শনিবার রাতে এই কমিটির নাম ঘোষণা করে বিসিবি। কমিটির আহ্বায়ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিম। কমিটির অন্য দুই সদস্য বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। ব্যারিস্টার শুক্লা বাংলাদেশ উইমেন'স স্পোর্টস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টও।

কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গত বৃহস্পতিবার রাতেই জানিয়েছিল বিসিবি। তখন জানানো হয়েছিল, কমিটি ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে।

একটি ইউটিউব চ্যানেলে বৃহস্পতিবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জাহানারা অভিযোগ করেন, জাতীয় নারী দলের সাবেক নির্বাচক মনজুরুল ইসলাম এবং নারী বিভাগের সাবেক ইনচার্জ প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদ তাঁকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর ক্যারিয়ার 'ধ্বংস করে দেওয়ার' পেছনে জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কোচিং স্টাফ এবং খেলোয়াড়ের ভূমিকা ছিল বলেও দাবি করেন ৩২ বছর বয়সী এই পেসার।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরুল বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তদন্তে সহায়তারও আশ্বাস দিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক এই পেসার।

বাংলাদেশের হয়ে ৫২ ওয়ানডে ও ৮৩ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন জাহানারা। নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশ দলকে।

একসঙ্গে খেলে বাবা-ছেলের ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক: সুহাইল সাত্তারের বয়স ৫০ বছর। তার ছেলে ইয়াহিয়ার বয়স মাত্র ১৭। বাবা-ছেলে দুজন মিলে ৬ নভেম্বর লিখেছেন ইতিহাস। সেই দিনই তারা হয়ে যান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম একসঙ্গে খেলা বাবা-ছেলে জুটি। ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে স্বাগতিকদের বিপক্ষে তিমুর-লেস্তের হয়ে মাঠে নামেন তারা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোট এ দেশটি এ বছরই আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ পেয়েছে। তাই ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ফলাফলটা সুখকর নয়-তিমুর-লেস্তে হেরেছে ১০ উইকেটে। কিন্তু ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন সুহাইল ও ইয়াহিয়া। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বাবা-ছেলেকে এক দলে খেলতে দেখা যাবে, তবে 'প্রথম' হয়ে থাকার সৌভাগ্য তো একবারই আসে।

পুরুষ ক্রিকেট প্রথম হলেও মেয়েদের ক্রিকেটেও আগেই এমন এক নজির গড়েছেন মা-মেয়ে। সুইজারল্যান্ড নারী ক্রিকেট দলের ৪৫ বছর বয়সী মেট্টি ফার্নান্দেজ ও তার ১৭ বছর বয়সী মেয়ে নায়না মেট্টি সাজু এ বছরের শুরুতে খেলেছেন একসঙ্গে ছয়টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বাবা-ছেলে একসঙ্গে কিংবা একে অপরের বিপক্ষে খেলার নজির অবশ্য আগেও দেখা গেছে ঘরোয়া ক্রিকেটে। কিংবদন্তি শিবনারায়ণ চন্দরপল ও তার ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল গায়ানার হয়ে খেলেছেন ১১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। ২০১৪ সালে উইন্ডওয়ার্ড আইল্যান্ডসের বিপক্ষে এক ম্যাচে অধিনায়ক বাবার অধীনে খেলেছিলেন ২৯ বছর বয়সী তেজনারায়ণ।



গত জুলাইয়ে আফগানিস্তানের শপাগিজা ক্রিকেট লিগের ফাইনালে আবার মুখোমুখি হন এক বাবা ও ছেলে-সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ নবী ও তার ছেলে হাসান ইশাখিল। নবীর দল আইনাক নাইটসকে ৮ উইকেটে হারানোর পথে আমো শার্কসের হয়ে ৩৪ বলে ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন হাসান।

মামদানীর বিজয়ধ্বনীতে নতুন বার্তা

প্রথম পৃষ্ঠার পর মেম্বার নির্বাচিত হন। গত ৪ নভেম্বর তিনি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাস গড়ে সবচেয়ে তরুণ ও প্রথম মুসলিম হিসেবে মেয়র নির্বাচিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেন। মেয়র নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসন, ধনকুবের বিলিয়নার, প্রভাবশালী রাজনীতিক ও সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর সাথে লড়াই করে নিজের বিজয় ছিনিয়ে আনেন মামদানী। মামদানীর জয় ঠেকাতে ২৬ বিলিয়নিয়ার ২২ মিলিয়ন ব্যায় করেছিলেন। সেটাও মামদানীর জয় আটকাতে পারেনি।

আত্মবিশ্বাসী ও রাজনৈতিক আত্মপ্রতিভার অধিকারী জোহরানের মামদানী নিজের জয় শুধু আনেনি। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন অনাগ্রহী ভোটারদের ও তরুণ ভোটারদে নির্বাচনমুখী করতে হয় কিভাবে। গণমাধ্যগুলোর একাধিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মামদানীর হাসি, প্রচারণার ট্রেন্ড, সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে যাওয়া এসব বিষয় সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে ভোটারদের। এজন্য নিউইয়র্কের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২২ লক্ষাধিক ভোট পড়েছে মেয়র নির্বাচনে। তার প্রচারণা টিমে লাখো স্বেচ্ছাসেবী প্রচারকর্মী ছিলেন সেটিও রেকর্ড নিউইয়র্কের ইতিহাসে। এছাড়াও প্রাইমারী ও মূল নির্বাচনে টানা ২ বার সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে পরাজিত করেন। নির্বাচনে তার প্রচারণার ভাষা ও ভঙ্গি এবং কৌশল দেখে অনেক রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমও বিস্ময় প্রকাশ করেন। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী পর্যবেক্ষকরা নিউইয়র্কে আসেন মামদানীর প্রচার কৌশল পর্যবেক্ষন করতে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বে তিনি এখন নতুন রাজনীতির আত্মপ্রতিভাময় এক তরুণ ব্যক্তিত্ব। তার এমন প্রচারণায় অভিভূত স্বয়ং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও ফোন করে বেশ প্রশংসা করেছেন মামদানীকে।

এর আগে ২০২৪ সালে নিজেকে ডেমোক্রেট থেকে সিটি মেয়র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেও অনেকটা একাই লড়ে গেছেন এই তরুণ। ২০২৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর জনগণের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে একাই ৫ বোরোতে ছুটে গেছেন। এসময় নিজের প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে মতামতও সংগ্রহ করেন। এবছর ২৪ জুনে ডেমোক্র্যাট নির্বাচনে বর্ষিয়ান ডেমোক্র্যাট অ্যান্ড্রু কুওমো হারিয়ে জানান দিয়েছিলেন মামদানী। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সকল হুশিয়ারি আর কৌশলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন জয়ের বন্দরে। বিজয়ের পরও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সকল চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে অভিবাসীবান্ধব ও বৈচিত্রময় বিগ অ্যাপল খ্যাত রাজধানী নিউইয়র্ক সিটির নেতৃত্ব দিবেন এই তরুণ মামদানী। তার রাজনৈতিক উত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে নতুন বার্তা দিচ্ছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অভিজাতদের একটি বড় অংশের তীব্র বিরোধিতাকে ছাপিয়ে প্রথম মুসলমান হিসেবে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। তরুণ ও স্বল্প আয়ের ভোটারদের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে বিজয়ী হওয়া মামদানি শত বছরের মধ্যে নিউইয়র্কের সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র হচ্ছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ১০ মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ৩৪ বছর বয়সী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মামদানির জয় দেশটির জাতীয় রাজনীতিতেও নতুন বার্তা দিচ্ছে। মামদানি ছাড়াও ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গভর্নর পদে নির্বাচনেও উদারপন্থী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবিগেইল স্প্যানবার্গার ও মিকি শেরিল রিপাবলিকান প্রার্থীদের হারিয়েছেন। এ ব্যর্থতা রিপাবলিকানদের জন্য আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। দ্রব্যমূল্য কমানোর ঘোষণা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসা ট্রাম্পের এবারের শাসনামলে উল্টো পণ্যের দাম বেড়েছে। অভিবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অবস্থানও অনেকের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছে।

নির্বাচনে রিপাবলিকানরা ধরাশায়ী হওয়ার পর ট্রাম্প বলেছেন, নির্বাচন ছিল 'খুব নাটকীয়'। এটা রিপাবলিকানদের জন্য 'ভালো ছিল না'। এই নির্বাচন থেকে তাঁরা অনেক কিছু শিখেছেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, জনমত জরিপগুলোর তথ্য অনুযায়ী সরকারের অচলাবস্থা নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জন্য একটি বড় নেতিবাচক বিষয় ছিল। তা ছাড়া ব্যালটে তাঁর নাম না থাকাটা ছিল 'সবচেয়ে বড় বিষয়'। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের বিল কংগ্রেসে পাস না হওয়ায় ১ অক্টোবর থেকে সরকারের অচলাবস্থা চলছে।

এমন সময়ে মামদানিসহ ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের জয়ে ভবিষ্যৎ 'কিছুটা উজ্জ্বল' দেখছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। মঙ্গলবারের নির্বাচনে বিজয়ী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেছেন, দলের জন্য এখনো বহু কাজ করতে হবে। এক্সে এক পোস্টে ওবামা লিখেছেন, 'এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে যখন আমরা বলিষ্ঠ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাদের ঘিরে একত্র হই, যাঁরা পরিবর্তন আনতে পারার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন, সে সময় আমরা জয়ী হতে পারি।'

তবে নিজেকে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট পরিচয় দেওয়া মামদানি তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন। স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে গেছেন তিনি। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলার কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। এমনকি ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিউইয়র্ক সফরে এলে তিনি কী করবেন। জবাবে মামদানি বলেছিলেন, 'একজন মেয়র হিসেবে আমি তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেব।'

মামদানি যেভাবে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন, তেমনটি বারাক ওবামার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে আর দেখা যায়নি বলে উল্লেখ করেছেন ওবামার সাবেক উপজাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক বেন রোডস। বুধবার রেডিও ফোরের টুডে অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, মামদানি নিউইয়র্ক শহরের তরুণ ভোটার ও অভিবাসীদের ভোট দিতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনের চিত্র বদলে দিয়েছেন।

ভোটের রেকর্ড

নিউইয়র্ক শহরের মঙ্গলবারের মেয়র নির্বাচনে প্রায় ২০ লাখ ভোটার ভোট দিয়েছেন, যা ৫৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন মামদানি। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৫১।

মামদানির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমো পেয়েছেন ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ ভোট। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৮ লাখ ৫৪ হাজার ৯৯৫। আর ৭ দশমিক ১ শতাংশ ভোট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ১৩৭ ভোট।

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটের খরা চলছিল। বলা যায়, মামদানি তা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের পর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে এবারই প্রথম প্রায় ২০ লাখ ভোট পড়েছে। আর এই সময়ের মধ্যে ১০ লাখের বেশি ভোট আর কেউ পাননি। চার বছর আগে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ভোট পড়েছিল মাত্র ১১ লাখ।

যেখানে বাজিমাত করেছেন মামদানি

নিউইয়র্কের বুশউইক ও উইলিয়ামসবার্গের মতো যেসব এলাকায় উচ্চবিত্তদের আগমনে স্বল্প আয়ের মানুষদের জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ছে, সেসব এলাকার তরুণ বাসিন্দা, ট্যাক্সিচালক, বোডেগা (ছোট দোকান) মালিক এবং কুইন্স ও ব্রোঙ্কসে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের মধ্যে শ্রমজীবী শ্রেণির লোকেরা ব্যাপকভাবে মামদানিকে ভোট দিয়েছেন। এত দিন এসব ভোটারের বিষয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি ডেমোক্র্যাটরা।

নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকায় অনেক বাংলাদেশির বসবাস। সেখানে মঙ্গলবার রাতেই স্লোগান ওঠে, 'আমার মেয়র–তোমার মেয়র, মামদানি মামদানি', 'নিউইয়র্কের মেয়র মামদানি মামদানি', 'শ্রমিক শ্রেণির মেয়র মামদানি মামদানি'।

সংবাদমাধ্যম সিএনএন লিখেছে, রাস্তায় নেমে স্লোগানমুখর এই বাংলাদেশিদের হাতে ব্যানারে লেখা ছিল, 'জ্যামাইকার বাংলাদেশি-আমেরিকানরা মামদানির জন্য।' জোহরান মামদানি ভোটের প্রচার শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশিদের সমর্থন পাচ্ছিলেন। তাঁর পক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রচার বেশ সাড়া ফেলেছিল। মামদানি নিজেও বাংলায় কথা বলে তাঁদের মন জয় করে নেন।

দল-মতনির্বিশেষে ভোটারদের আস্থার প্রতিদান দিতে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন মামদানি। বিজয় ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রতিদিন সকালে জেগে উঠব একটিই লক্ষ্য নিয়ে। সেটা হলো, শহরটিকে আগের দিনের চেয়ে ভালো করে তোলা।'

মামদানী'র নাগরিকত্ব বাতিলের কৌশল খুঁজছে রিপাবলিকানরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর পথ খুঁজছেন। তারা এবার মামদানীর নাগরিকত্ব নিয়ে নানা বিতর্ক তুলে কংগ্রেসে রিপাবলিকান নেতারা এখন তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের দাবি তুলেছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই দাবি আইনি বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও কার্যত অসম্ভব।

মামদানির বিজয়ের পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, 'নিউইয়র্কের মতো মহান শহর সন্ত্রাসী মতাদর্শে বিশ্বাসী এক কমিউনিস্টের হাতে যাচ্ছে।' তিনি হুমকিও দিয়েছিলেন, মামদানি জিতলে নিউইয়র্কের ফেডারেল তহবিল বন্ধ করে দেবেন।

এরপর রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলেস ও র‍্যান্ডি ফাইন দাবি করেন, মামদানি নাকি নাগরিকত্ব পাওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন এবং 'সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা' গোপন করেছিলেন। ওগলেস বলেন, যদি তিনি প্রাকৃতিকীকরণ বা ন্যাচারালাইজেশন নাগরিকত্ব প্রক্রিয়ায় মিথ্যা দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করা উচিত এবং তাঁকে উগান্ডায় ফেরত পাঠাতে হবে।

তবে ফ্যাক্ট চেকিং ওয়েবসাইট পলিটিফ্যাক্ট বলছে, মামদানি তাঁর নাগরিকত্ব আবেদনপত্রে কোনো তথ্যই গোপন করেননি।

জোহরান মামদানি ১৯৯৮ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে উগান্ডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং ২০১৮ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। মার্কিন আইনে প্রাপ্তবয়স্ক কেউ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে চাইলে তাঁকে অন্তত পাঁচ বছর যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস করতে হয়। মামদানি সেই শর্ত পূরণ করেছেন।

নাগরিকত্ব বাতিল বা 'ডিন্যাচারালাইজেশন' প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও বিরল। এটি কেবল আদালতের আদেশে করা যায় এবং সরকারের প্রমাণ করতে হয় যে, ওই ব্যক্তি নাগরিকত্ব পেতে 'ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন বা মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন'।

অভিবাসী আইনজীবী জেরেমি ম্যাককিনি বলেন, এ ধরনের মামলা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। সরকারকে স্পষ্ট, নির্ভুল ও শক্তিশালী প্রমাণ দিতে হয় যে, ওই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ছিলেন না। মামদানির ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলেসের অভিযোগের অন্যতম ভিত্তি ছিল, মামদানি ২০১৭ সালে একটি র‍্যাপ গানে 'হোলি ল্যান্ড ফাইভ' নামের পাঁচজন মুসলিম দাতব্যকর্মীর প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। পরে যাঁদের হামাসকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে অভিবাসী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের (স্বেচ্ছাসেবী) কর্মকাণ্ডে মানুষের সমর্থন একটি সুরক্ষিত বাক্স্বাধীনতা। এটি 'প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদে সহায়তা' নয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পলিটিফ্যাক্ট রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান অ্যান্ডি ওগলেস ও র‍্যান্ডি ফাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু তাঁরা মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

এ ছাড়া মামদানির বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব আবেদনপত্রে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার (ডিএসএ) সদস্যপদ উল্লেখ না করার অভিযোগ তোলা হয়েছে। কিন্তু অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিএসএ কোনো কমিউনিস্ট দল নয়, বরং এটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি বৈধ রাজনৈতিক সংগঠন। তাই এর সদস্য হওয়া নাগরিকত্বের পথে বাধা নয়।

অভিবাসী আইনজীবী ম্যাককিনি বলেন, ডিএসএ সদস্যপদ গোপন করা কোনো জালিয়াতি নয়, কারণ এটি নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্যতাকে প্রভাবিত করে না। তা ছাড়া কোনো গানের কথার কারণে নাগরিকত্ব বাতিলের প্রশ্নই আসে না।

কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের অধ্যাপক ক্যাসান্দ্রা রবার্টসন বলেন, মামদানির বিরুদ্ধে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এদিকে, নিউইয়র্ক ইয়াং রিপাবলিকান ক্লাব মামদানিকে মেয়র পদে বসতে বাধা দিতে এখন ১৪তম সংশোধনী ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে, যাঁরা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বা 'শত্রুদের সহায়তা' করেছেন, তাঁরা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

রিপাবলিকানরা দাবি করছেন, মামদানি 'হামাসপন্থী' অবস্থান নিয়েছেন এবং অভিবাসনবিরোধী (আইসিই) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধারা কেবল বিদ্রোহ বা যুদ্ধকালীন শত্রুদের সহায়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রাজনৈতিক সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়।

'ডিন্যাচারালাইজেশন' বা নাগরিকত্ব বাতিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও বিরল প্রক্রিয়া, যা সাধারণত নাৎসি অপরাধী বা সন্ত্রাসবাদে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে। পলিটিফ্যাক্টের তথ্যমতে, মামদানির বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধে সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ নেই। ফলে রিপাবলিকানদের এই প্রচেষ্টা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই মনে হচ্ছে।

নভেম্বরের ফুড স্ট্যাম্প অনিশ্চয়তায় কোটি পরিবার!

প্রথম পৃষ্ঠার পর প্রশাসনকে আপিল চলাকালীন আরও দীর্ঘ জরুরি ছাড় দেওয়া হবে কি না।

আপিল আদালত আগেই সেই রায় বহাল রাখায়, বিচার বিভাগ জরুরি নিষেধাজ্ঞার আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টে।

প্রশাসনের দাবি, স্ন্যাপ প্রোগ্রামের জন্য নির্ধারিত ৫ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, যা নভেম্বরে কেবল আংশিক অর্থ প্রদানের জন্য যথেষ্ট ছিল। পুরো অর্থ বিতরণ করতে গেলে আরও ৪ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যা তুলতে হবে 'চাইল্ড নিউট্রিশন প্রোগ্রাম' তহবিল থেকে। এই অর্থ শিশুদের পুষ্টি সহায়তার জন্য নির্ধারিত।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার রোড আইল্যান্ডের এক ফেডারেল বিচারক সরকারকে শুক্রবারের মধ্যেই পুরো অর্থ ছাড়ের নির্দেশ দেন। কিন্তু শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসন নভেম্বর মাসের সম্পূর্ণ বরাদ্দ স্থগিত রাখতে আদালতে আপিল করে। এই আইনি লড়াইয়ের মাঝে স্ন্যাপের ওপর নির্ভরশীল কোটি আমেরিকান পরিবার জানে না নভেম্বর মাসে খাদ্য সহায়তা পাবেন কি না, আর পেলেও কবে পাবেন।

ওই মামলায় বিচারক জন ম্যাককনেল প্রশাসনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এখনও পর্যন্ত স্ন্যাপ অর্থ না ছাড়াটা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। ১৬ মিলিয়ন শিশু আজ ক্ষুধার ঝুঁকিতে আছে এটা এই দেশে কখনোই ঘটতে দেওয়া যায় না।" তিনি জানান, আদালতের আদেশ অমান্য করে ট্রাম্প প্রশাসন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খাদ্য সহায়তা আটকে রেখেছে।

বিচারকের নির্দেশে সরকারকে বলা হয়, নভেম্বরের সম্পূর্ণ স্ন্যাপ সুবিধা দিতে হলে কন্টিনজেন্সী ফান্ড ছাড়াও ১৯৩৫ সালের Agricultural Adjustment Act-এগ্রিকালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাক্ট'র অধীনে তৈরি সেকশন থার্টি টু তহবিল থেকে অর্থ ব্যবহার করতে হবে। ওই তহবিলে অক্টোবর পর্যন্ত ২৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ অবশিষ্ট ছিল।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন আদালতে আপিল আবেদন করে জানায়, আদালতের এই নির্দেশ 'সংবিধানবিরোধী' এবং সরকারের ব্যয়ের ক্ষমতার বাইরে।

বিচার বিভাগ (ডিওজে) তাদের আবেদনে লিখেছে, "আদালতের এই আদেশ ক্ষমতার বিভাজনকে উপহাস করছে। আদালত অর্থ বরাদ্দ বা ব্যয়ের নির্দেশ দিতে পারে না।"

নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ স্ন্যাপ বন্ধ বা স্থগিতের আবেদন জানিয়েছে ডিওজে।

হোয়াইট হাউস দাবি করেছে, তারা বিচারকের আগের নির্দেশ অনুসারে কন্টিনজেন্সী ফান্ড থেকে আংশিক অর্থ ছাড় করছে।

এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা জানান, মজুত তহবিল দিয়ে নভেম্বরের স্ন্যাপ বরাদ্দের প্রায় ৫০ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বিতরণ করা সম্ভব, বাকিটা সম্ভব নয়।

তবে আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে জানায়, "মানুষের পেটে খাবার না পৌঁছালে তাকে 'কমপ্লায়েন্স' বলা যায় না।" বিচারক বলেন, সরকার জানত যে কন্টিনজেন্সী ফান্ড থেকে অর্থ ছাড়লে প্রক্রিয়াটি আরও বিলম্বিত হবে, কিন্তু তবু তারা সেই পথই নিয়েছে।

বিচারক ম্যাককনেলের রায় ঘোষণার পর ক্যালিফোর্নিয়া ও উইসকনসিনের মতো কিছু রাজ্য দ্রুত অর্থ ছাড় শুরু করে দিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম জানান, "খাদ্য সহায়তা এখন ক্যালিফোর্নিয়ার পরিবারগুলোর হাতে পৌঁছাতে শুরু করেছে।"

উইসকনসিনেও বৃহস্পতিবার রাতেই কিছু পরিবার পুরো স্ন্যাপ সুবিধা পেয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গভর্নর টনি ইভার্সের দপ্তর।

তবে নিউইয়র্ক, নিউজার্সিসহ বেশ কয়েকটি স্টেটে ২ কোটিরও বেশি স্ন্যাপ সুবিধাভোগী পরিবার এখনো অনিশ্চয়তায়। নর্থ ক্যারোলাইনা, ইলিনয়, ও নর্থ ডাকোটায় আংশিক অর্থ বিতরণ শুরু হলেও মিসৌরির মতো কিছু রাজ্য ফেডারেল নির্দেশনার অপেক্ষায় আছে।

সিবিএস নিউজ জানিয়েছে নিউ জার্সির নিউয়ার্কে শুক্রবার সকালেও বহু মানুষ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সিবিএস নিউজকে দুই সন্তানের মা জাসমিন ইয়াংবি বলেন, "আমার স্ন্যাপ অ্যাকাউন্টে শূন্য ব্যালান্স দেখাচ্ছে। খাবারের দাম এত বেড়েছে যে নগদ টাকায় চালানো সম্ভব নয়।"

একই লাইনে থাকা স্কুল বাস গার্ড টিহিন্না ফ্র্যাঙ্কলিন বলেন, "আমার অ্যাকাউন্টে মাত্র ৯ সেন্ট আছে। যদি এ অর্থ না পাই, খাবারও পাব না।"

এমন অবস্থায় কিছু রাজ্য নিজেদের অর্থে সাহায্য দিচ্ছে।

কানেকটিকাটের গভর্নর নেড ল্যামন্ট জানিয়েছেন, তিনি রাজ্যের উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে ৭২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছেন যাতে প্রত্যেক স্ন্যাপ গ্রাহক নভেম্বরের সম্পূর্ণ সুবিধা পান। তাঁর ভাষায়, "এই টানাপোড়েন মানুষকে পাগল করে দিচ্ছে। আমরা পারি তাই অন্তত ক্ষুধার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।"

ডেমোক্র্যাসি ফরোয়ার্ড নামের সংগঠনের প্রধান স্কাই পেরিম্যান আদালতের রায়কে "বড় জয়" বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ট্রাম্প-ভ্যান্স প্রশাসনকে এখন রাজনীতি নয়, দায়িত্ব পালন করতে হবে মানুষের খাবারের প্রশ্নে কোনো খেলা চলবে না।"

মামদানীর প্রচারণা অনুকরণে ডেমোক্র্যাটরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধরণও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার রঙিন, দ্রুত কাটা ভিডিও ও প্রাণবন্ত ভঙ্গি এখন প্রচারণার নতুন ট্রেন্ড। মামদানির প্রচারণা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আর নির্বাচনে এক নতুন ধারা তৈরি করেছে যা দেশটির ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিকদের কাছে এখন অনুকরনীয় হয়ে ওঠেছে। মামদানি-স্টাইলের সেই উষ্ণ, সহজ-ভাষার যোগাযোগ পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন অনেক ডেমোক্র্যাট।

আর তার এ প্রচারণার সাফল্যের নেপথ্যে ছিলো প্রচারণা টিমের প্রতিটি সদস্য।

মামদানির ভিডিওগুলো চোখে পড়ে তাদের উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ও ছন্দময় সম্পাদনার জন্য। তিনি নিজেও মজা করে বলেছিলেন, "আমার টিম বলে, আমি হাত নাড়াই খুব বেশি!"

প্রাইমারিতে মামদানির কাছে হেরে যাওয়ার পর অ্যান্ড্রু কুওমোও তাঁর (মামদানীর) প্রচারণাকে অনুসরন করে "ওয়াক-অ্যান্ড-টক" ভিডিও বানানো শুরু করেন। এ নিয়ে এপস্টিন মন্তব্য করেন, "বলতে ইচ্ছে করছে অনুকরণ প্রশংসার রূপ, কিন্তু কুওমোর ক্ষেত্রে এটা বরং করুণ।"

এমনকি মামদানীর কমিউনিটি ভিত্তিক যেমন মসজিদ, মন্দির গির্জায় গিয়ে ভোটারদের আকর্ষণ করা ও প্রচারণাকেও অনুকরণ করে শেষ মুহূর্তে কুওমোও ছুটে গিয়েছিলেন প্রচারণা চালাতে।

মামদানীর এই প্রচারণা শৈলী এখন ছড়িয়ে পড়েছে মিশিগানের সিনেট প্রাইমারিতেও। সাবেক ডেট্রয়েট স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আবদুল এল-সায়েদ এক ভিডিওতে বিলিয়নেয়ারদের অতিরিক্ত ভোগবাদ বোঝাতে বার্গারের ব্যবহার করেন, যেমন মামদানি একসময় আম লস্যি দিয়ে নিউইয়র্কের র‍্যাঙ্কড-চয়েস ভোটিং ব্যাখ্যা করেছিলেন। রাজ্য সিনেটর ম্যালোরি ম্যাকমরোও মুদি দ্রব্যমূল্য নিয়ে এক ভিডিও করে ভাইরাল হন, যা মামদানির বডেগা ট্যুরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ অ্যান্ড্রু মামো বলেন, "আপনি কেবল অন্য প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন না, আপনি প্রতিযোগিতা করছেন কুকুরের ভিডিও, স্পোর্টস হাইলাইট, নেটফ্লিক্স, ভিডিও কল আর গ্রুপ চ্যাটের সঙ্গে।"

মামদানির প্রচারণা দল অবশ্য মনে করে, তাদের সাফল্যের আসল কারণ ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান। প্রচারণার শীর্ষ কৌশলবিদ অ্যান্ড্রু এপস্টিন বলেন, "স্টাইল আসে বার্তার পরেই। যদি আপনার বার্তা মানুষের জীবনের বাস্তবতা স্পর্শ না করে, যদি তা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প না হয় এই ভাঙা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহলে কোনো ভিডিওই কাজ করবে না।"

এল-সায়েদের যোগাযোগ পরিচালক রক্সি রিচনার বলেন, "দিন শেষে যা মানুষকে ছুঁয়ে যায়, তা হলো বিষয়বস্তু। তিনি নিজের মতবাদ এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা সারা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পেরেছে।"

ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদদের মতে, মামদানির শক্তি ছিল সাধারণ জীবনের ক্ষুদ্র চাপগুলিকে রাজনীতির কেন্দ্রে আনা বাসা ভাড়া, বাসভাড়া, এমনকি ডিওড্রেন্টের দাম পর্যন্ত।

অন্যান্য কৌশলবিদরা বলছেন, আসল বিষয় হলো স্বকীয়তা। যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার সিসনেটর অ্যাডাম শিফের ভিডিওগুলো তার আইনি ও শিক্ষকের ভাবমূর্তির সঙ্গে মানানসই তথ্যভিত্তিক ও ব্যাখ্যামূলক।

রিচনার বলেন, "মানুষ এখন ভুগছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় যে ভালো দিন আসতে পারে। তাদের এমন নেতার প্রয়োজন, যারা শুধু কথা নয় দেখাতে পারে কীভাবে তা সম্ভব।"

বিজয় ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুখে থাকা এই নেতা তাঁর বিজয় ভাষণে ট্রাম্পকে নাম ধরে সম্বোধন করে বলেন, এ জয় 'পরিবর্তনের ম্যান্ডেট।'

ভাষণে ৩৪ বছর বয়সী মামদানি বলেন, 'যদি এমন কেউ থাকে, যদি কোনো শহর ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজনের দ্বারা প্রতারিত একটি জাতিকে শেখাতে পারে কীভাবে তাঁকে হারাতে হয়, তবে তা হলো সেই শহর–যে শহর ট্রাম্পকে জন্ম দিয়েছে। আর কোনো স্বৈরশাসককে হারানোর একমাত্র উপায় হলো সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা, যে ব্যবস্থা তাঁকে ক্ষমতায় যেতে সাহায্য করেছে।'

মামদানি আরও বলেন, 'এভাবে আমরা শুধু ট্রাম্পকেই থামাব না, থামাব পরের জনকেও। তাই ডোনাল্ড ট্রাম্প, আপনার জন্য দুটি কথা আছে। আমি জানি, আপনি এই ভাষণ দেখছেন। আপনাকে বলছি, ভলিউমটা বাড়ান।' এ সময় ব্রুকলিন প্যারামাউন্টে উপস্থিত সমর্থকেরা তখন করতালিতে মুখর হয়ে ওঠেন।

মামদানির অনুমান সত্যি প্রমাণিত হয়। ভাষণ চলাকালেই ট্রাম্প নিজের ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে লিখেন, '...এবং শুরু হলো!' ট্রাম্প আগেও মামদানিকে 'কমিউনিস্ট' ও 'পাগল' বলে উপহাস করেছেন। এমনকি হুমকি দিয়েছেন, মেয়র হিসেবে মামদানি দায়িত্ব নিলে নিউইয়র্ক সিটিকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। তবে এসব হুমকি মামদানিকে থামাতে পারেনি। মেয়র নির্বাচিত হয়েই প্রথম ভাষণেই তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন।

নবনির্বাচিত এই মেয়র বলেন, তাঁর প্রশাসন ভূমিবাড়ি মালিকদের জবাবদিহির আওতায় আনবে। কারণ 'আমাদের শহরের ডোনাল্ড ট্রাম্পরা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে ভাড়াটিয়াদের শোষণ করে চলেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা শ্রমিক ইউনিয়নের পাশে থাকব, শ্রম অধিকার বাড়াব। কারণ আমরা জানি–যেমনটা ডোনাল্ড ট্রাম্পও জানে যখন শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার দৃঢ় হয়, তখন মালিকেরা যারা তাদের শোষণ করতে চায়, তারা খুবই ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে।'

সবচেয়ে জোরালো করতালিটি আসে যখন মামদানি ঘোষণা করেন, 'নিউইয়র্ক থাকবে অভিবাসীদের শহর–অভিবাসীদের হাতে গড়া, অভিবাসীদের শক্তিতে চালিত, আর আজ রাত থেকে অভিবাসীর নেতৃত্বে।' তিনি ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুনে রাখুন আমাদের কারও কাছে পৌঁছাতে চাইলে, আপনাকে আগে আমাদের সবাইকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।'

মামদানি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা এক নতুন রাজনীতির ম্যান্ডেট দিয়েছেন। এমন এক শহরের ম্যান্ডেট দিয়েছেন, যেখানে মানুষ বাস করতে পারবে। আর এমন এক সরকারের ম্যান্ডেট দিয়েছেন, যা তা বাস্তবায়ন করবে।'

গভর্মেন্ট শাটডাউন সংকটের প্রভাবে বিপর্যয় সর্বত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দল স্বাস্থ্যবিমা সহায়তা বাড়ানোর এক বছরের নিশ্চয়তা না পেলে ভোটে অংশ নেবে না।

সিএনএন আরো জানায়, অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে হোয়াইট হাউসের ভেতরেও উদ্বেগ বাড়ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট সতর্ক করেছেন, "অচলাবস্থার প্রভাব প্রথমে যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হচ্ছে। যদি এটি আরেক মাস চলে, অর্থনীতি ভয়াবহ ধাক্কা খেতে পারে।"

এরই মধ্যে বিমান চলাচলে দেখা দিয়েছে বড় সংকট। জনবল সংকটে শুক্রবার থেকে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন প্রশাসন ৪ শতাংশ ফ্লাইট কমিয়েছে, যার ফলে ৪০টিরও বেশি বড় বিমানবন্দরে ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বের ঘটনা ঘটছে। শুক্রবার ও শনিবার দুইদিনে ২ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল ও প্রায় ৮ হাজারের বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে।

যাত্রীদের কেউ কেউ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভেঙে পড়েছেন। ফ্লোরিডার আলিশা লেভা বলছেন, "আমার বিয়েতে অর্ধেক অতিথি দেশের বাইরে থেকে আসার কথা ছিল, এখন সব পরিকল্পনা এলোমেলো।"

অন্যদিকে নিউ জার্সির জে কার্লি বলেন, "মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত, আর এর দায় রাজনীতিকদের।"

খাদ্য সহায়তা বা স্ন্যাপ বন্ধ হওয়ায় সবচেয়ে বিপদে পড়েছে নিম্নআয়ের পরিবারগুলো। বৃহস্পতিবার এক ফেডারেল বিচারক প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষকে পূর্ণ সহায়তা দিতে। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশ স্থগিত করে দিলে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ে।

এই সহায়তা বন্ধের প্রভাব পড়েছে খুচরা ব্যবসায়ও। বিশেষ করে ছোট দোকানগুলো টিকে থাকার লড়াইয়ে রয়েছে, কারণ তাদের বিক্রির অর্ধেকের বেশি নির্ভর করে ঝঘঅচ ক্রেতাদের ওপর। অচলাবস্থায় বেতনহীন ফেডারেল কর্মীরাও এখন দিশেহারা।

এল পাসোর এক নার্স লিসা মোরালেস বলেন, "আমি এখনো কাজ করছি, কিন্তু বেতন পাচ্ছি না। ভাড়া, গাড়ির কিস্তি, বাচ্চার খাবার কিছুই আর ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে না।"

আইনি প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার

৩-এর পৃষ্ঠায় পর

সরকারব্যবস্থার প্রস্তাব ছাড়া বাকি প্রস্তাবগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট উল্লেখ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংবিধান সংস্কার পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিল পাস করবে। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, দলগুলোকে আলোচনার জন্য সাত দিনের কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। সে সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুতিমূলক অনেক বৈঠক হচ্ছে। তারা (উপদেষ্টা পরিষদ) আশা করে, দলগুলো নিজেরা নিজেরা এই পুরো বিষয়গুলো নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসবে। পুরো জাতি এখন নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে আছে। সরকারের এক কর্মকর্তা বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ ঘোষিত সাত দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত না দিলে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে সব দল নিয়ে বৈঠক করার চিন্তাভাবনা করছেন প্রধান উপদেষ্টা। কারণ, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন করার বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার বদ্ধ পরিকর। সে অনুযায়ী ডিসেম্বরের শুরুতে তফসিল ঘোষণার চিন্তা করছে নির্বাচন কমিশন। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সমাধান ধীরগতি হলে তফসিল ঘোষণা পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটের বিষয়ে সমঝোতার জন্য আলোচনায় বসতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গত বৃহস্পতিবার রাতে ফোন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। গত শুক্রবার এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিএনপির পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া দেওয়া হয়নি।

জানতে চাইলে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া (বিএনপির) পাইনি।'

আলোচনায় না বসলে জুলাই সনদ নিয়ে তৈরি হওয়া সংকটের সমাধান কী হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তাহের বলেন, "আমরা তাদের সাড়ার অপেক্ষায় আছি, দেখা যাক। এ নিয়ে কাল্পনিকভাবে আগাম কিছুই বলতে চাই না।" আলোচনায় বসার বিষয়ে সরকারের অনুরোধ ও জামায়াতের আমন্ত্রণের বিষয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

সেখানে বিএনপি জুলাই সনদ ইস্যুতে আর আলোচনায় বসবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জামায়াত ও এনসিপির একাধিক নেতা দাবি করেছেন, বিএনপি আলোচনায় বসতে চায় না। এনসিপির এক নেতা বলেন, বিএনপির পক্ষ থেকে আলোচনায় বসার কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তারা তো দেখি এখন গণভোটকে অস্বীকার করা শুরু করেছে। এটা তো অসুবিধার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জামায়াতের সঙ্গে আলোচনা হলেও আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বিষয়ে গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত ছয় দল এবং এবি পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে বৈঠক করেছে এনসিপি। সেখানে বাস্তবায়ন ইস্যুতে দলগুলো এক থাকবে বলে জানা গেছে।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেন, 'কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আছে। তারপরও সরকারের অনুরোধে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা মনে করি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে।'

দীর্ঘ গভর্মেন্ট শাটডাউন শেষ হওয়ার পথে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিক ধাপের প্রথম ধাপ। চুক্তিতে স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি নবায়নের নিশ্চয়তা না থাকায় ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ আপত্তি জানালেও, কিছু মধ্যপন্থী সিনেটর অচলাবস্থা শেষ করতে আপসের পথে হাঁটেন। চুক্তি অনুযায়ী, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্বাস্থ্যবিমা কর ছাড় নবায়নের বিষয়ে ভোট দেওয়া হবে এবং বরখাস্ত হওয়া ফেডারেল কর্মীরা চাকরিতে ফিরবেন ও বকেয়া বেতন পাবেন।

এপি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, সিনেটের রিপাবলিকান নেতা জন থুন চুক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন জানিয়ে দ্রুত ভোটের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "এখনই কাজ করার সময়।" অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি সমর্থন না জানালেও মন্তব্য করেন, "দেখা যাচ্ছে, আমরা অচলাবস্থা শেষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।"

নিউ হ্যাম্পশায়ারের সিনেটর জিন শাহিন ও ম্যাগি হাসান এবং মেইনের স্বতন্ত্র সিনেটর অ্যাঙ্গাস কিং এই তিন সাবেক গভর্নর অচলাবস্থা ভাঙার উদ্যোগ নেন। তারা তিনটি দ্বিদলীয় ব্যয়বিল এগিয়ে নেওয়ার এবং জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত সরকারি অর্থায়ন বাড়ানোর পক্ষে ভোট দেন। বিনিময়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্বাস্থ্যবিমা ট্যাক্স ক্রেডিট নিয়ে ভোটের প্রতিশ্রুতি পান তারা।

তবে এই আপস প্রস্তাবে ডেমোক্র্যাট শিবিরে অসন্তোষ দেখা দেয়। দলের নেতা চাক শুমার বলেন, "সততার সঙ্গে বললে, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারি না।" স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সও একে "ভয়াবহ ভুল" বলে আখ্যা দেন। কানেকটিকাটের ক্রিস মারফি বলেন, "জনগণ ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিয়েছে যেন তারা দৃঢ় অবস্থান নেয়।"

অন্যদিকে, হাউস ডেমোক্র্যাটরা সিনেটের চুক্তির সমালোচনা করে বলেন, স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি নবায়নের নিশ্চয়তা ছাড়া এই সমঝোতা জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। প্রগতিশীল ককাসের চেয়ারম্যান গ্রেগ কাসার বলেন, "রিপাবলিকানদের কাছ থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি নিয়ে চুক্তি করা কোনো আপস নয় এটা আত্মসমর্পণ।"

অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে বিমান চলাচলে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। রবিবার ২,০০০-রও বেশি ফ্লাইট বাতিল ও ৭,০০০টির বেশি বিলম্বিত হয়। অর্থমন্ত্রী শন ডাফি সতর্ক করে বলেন, সরকার না খুললে থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের আগেই বিমান চলাচল "প্রায় থেমে যাবে।"

খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিও ব্যাহত হচ্ছে, ফলে কোটি কোটি মানুষ বিপাকে পড়েছেন। ওয়াশিংটনে বেতনহীন ফেডারেল কর্মীদের সহায়তায় ক্যাপিটাল এরিয়া ফুড ব্যাংক জানিয়েছে, তারা পরিকল্পনার চেয়ে ৮ মিলিয়ন বেশি খাবার বিতরণ করছে–যা প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি।

নিউইয়র্কে ফুড স্ট্যাম্প'র অর্থ প্রদান শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফুড স্ট্যাম্পের অর্থ বিতরণ। স্টেট গভর্নর ক্যাথি হোকুল জানিয়েছেন, দীর্ঘতম ফেডারেল সরকার বন্ধের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া স্ন্যাপ বা ফুড স্ট্যাম্প সুবিধাভোগীদের রবিবার থেকে পুনরায় পাঠানো শুরু হয়েছে ফেডারেল তহবিল ব্যবহার করে।

রবিবার গভর্নরের দপ্তর জানায়, নয় দিন বন্ধ থাকার পর রবিবার প্রথম দফায় এই অর্থ বিতরণ শুরু হয়। নিউইয়র্কে প্রায় ২৯ লাখ মানুষ এই ফেডারেল খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির উপর নির্ভরশীল।

হোকুল বলেন, সরকার বন্ধের কারণে তৈরি হওয়া "অরাজকতা ও বিভ্রান্তি" কাটিয়ে উঠতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের নির্দেশনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। কারণ, কৃষি দপ্তর শনিবার জানিয়েছিল– নভেম্বর মাসে রাজ্যগুলো শুধুমাত্র ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত স্ন্যাপ সুবিধা দিতে পারবে, পূর্ণ অর্থ প্রদান "অননুমোদিত" হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হলে তা পরে ফেরত নিতে হবে।

হোকুল তাঁর এক্স-এ লিখেছেন, "ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্কবাসীর মুখের খাবার কেড়ে নিতে যা যা করা যায়, সবই করছেন। কিন্তু আজ স্ন্যাপ সুবিধা ফিরে আসায় লাখো পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। আমি লড়াই থামাব না নিউইয়র্কের পরিবারগুলোর জন্য, আর ওয়াশিংটনের রিপাবলিকানদের জবাবদিহিতার জন্য।"

রাজনীতির মাঠে উত্তাপ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ও গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার টানাপোড়েন এখন চরমে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে দীর্ঘদিনের সংলাপে যেসব বিষয় নিয়ে ঐকমত্য এসেছিল, তার বাস্তবায়ন নিয়ে এখন বিপরীত অবস্থানে চলে গেছে বড় দুই দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। প্রতিদিনই চলছে কথার লড়াই। আলোচনার টেবিল ছেড়ে এখন মাঠের কর্মসূচিতে চলে গেছে দলগুলো। এতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনীতির মাঠ। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নভেম্বর মাসের মধ্যেই গণভোট আয়োজন করার দাবিতে অনড় জামায়াত। একই সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয়কক্ষে বা উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করার দাবিও জানিয়েছে দলটি। এসব দাবির পক্ষে ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), নেজামে ইসলাম পার্টি, ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথের কর্মসূচি পালন করে আসছে তারা। এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার রাজধানীর পুরানা পল্টন মোড়ে গণসমাবেশ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে জামায়াত। এই সমাবেশকে ঘিরে বিপুলসংখ্যক নেতা - কর্মী জমায়েতের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে। জামায়াতসহ ৮ দলের এমন কর্মসূচিকে নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা বলে মনে করছে বিএনপি। এ অবস্থায় দলটি রাজপথে সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। ৭ নভেম্বর রাজধানীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের শোভাযাত্রায় এমন ইঙ্গিত দেন দলটির নেতারা। মাঠের কর্মসূচির পাশাপাশি কথার যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ছেন রাজনৈতিক নেতারা। গতকাল রোববার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হলেও একটি পক্ষ তা বিলম্বিত করতে মাঠে নেমেছে।' তাদের উদ্দেশ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'যারা বিলম্বিত

নির্বাচন করতে চায়, তারা কি গণতন্ত্রের পক্ষের মানুষ ? বিশ্বাস করা যায় ?' জামায়াত অবশ্য মনে করে গণতন্ত্রে আলোচনার পাশাপাশি রাজপথে আওয়াজ তোলা, দুটোই চলে ।

সম্প্রতি এক কর্মসূচিতে দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, 'আমরা এখনো নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলনে আছি। সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে তাহলে আঙুল বাঁকা করব; কিন্তু ঘি আমাদের লাগবেই। সুতরাং যা বোঝাতে চাই, বুঝে নিন। নো হাঙ্কি - পাঙ্কি, জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট লাগবেই।' ১১ নভেম্বরের সমাবেশকে সামনে রেখে গতকাল প্রস্তুতি সভা করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ।

ওই সভার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে এক বিবৃতিতে দলটির মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুস আহমদ বলেন, 'আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, আমাদের দাবির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধান উপদেষ্টা কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবেন; কিন্তু আমাদের হতাশ হতে হয়েছে। তাই আমাদের আগে ঘোষিত কর্মসূচি মাঠে প্রতিফলিত হবে।' তিনি বলেন, 'গণ - অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র মেরামতের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। আমরা যাঁরা চব্বিশের জুলাইয়ে জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছি, তাঁরা প্রয়োজনে আবারও রাজপথে গণজোয়ার তৈরি করব। বিরাজমান পরিস্থিতিকে মোটেও 'ভালো' মনে করছেন না রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। সব মিলিয়ে উত্তেজনার পাশাপাশি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে বড় ধরনের এক প্রতিবন্ধকতাও দেখছেন তাঁরা। উত্তেজনার মূলে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাকে দায়ী করে বিশ্লেষকেরা বলছেন, দলগুলো নিজ অবস্থানে অনড় থাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের তরফে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিষয়ে এক জায়গায় আসার অনুরোধেও গা করেনি দলগুলো। এতে মাঠের রাজনৈতিক দলগুলোর বিবাদে উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের (অব .) শিক্ষক অধ্যাপক ড . আল মাসুদ হাসানুজ্জামান বলেন, উত্তেজনা প্রশমন না হলে নেতিবাচক প্রভাব থেকে যাবে। নির্বাচন হওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। এটি আশঙ্কার দিক। সবারই প্রশ্ন, তাহলে নির্বাচন কীভাবে সম্ভব হবে? এখানে নির্বাচন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সবার একটি নির্বাচিত সরকারের প্রত্যাশা। সেভাবে সহমত না থাকলে রাজনীতিতে চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এদিকে আগামী ১৩ নভেম্বর শেখ হাসিনার নামে হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় ঘোষণার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে। সেদিন ঢাকা 'লকডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলের পেজ থেকে এ ঘোষণা আসে। এ কর্মসূচি ঘিরে ক্ষণে - ক্ষণে দলটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন বার্তা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে নানা ধরনের হুমকি - ধমকি দেওয়া হচ্ছে। দলগুলোর এমন কর্মসূচি দেখে নড়েচড়ে বসেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও। এসব কর্মসূচি ঘিরে নাশকতার আশঙ্কা করে তারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

পুলিশের একাধিক সূত্র বলছে, ১১ নভেম্বর পুরানা পল্টনে সমাবেশ ও ১৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগের ঘোষিত 'ঢাকা লকডাউন'কে সামনে রেখে আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শনিবার বিকেলে রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ সদস্যদের বাড়তি উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রায়ট গিয়ার, হেলমেট, বডি আর্মারসহ পূর্ণ প্রস্তুতিতে তারা অবস্থান নেয়। এ সময় পথচারীদের সন্দেহ হলে ব্যাগ তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায়। সন্দেহজনক যানবাহন থামিয়ে তল্লাশিও করা হয় ।

ডিএমপির কয়েকটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, বিকেল ৪ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত 'ভিসপ্লে এক্সারসাইজ' চালানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। এটি নিয়মিত মহড়া, এর সঙ্গে অন্য কোনো বিশেষ ঘটনাবলির সম্পৃক্ততা নেই ।

ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, এটি আমাদের নিয়মিত নিরাপত্তা মহড়া। ফোর্স মোবিলাইজেশনের একটি অংশ, যা নিয়মিতই হয়ে থাকে। কোনো নিরাপত্তাঝুঁকির প্রস্তুতি কি না – এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, "না, কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি নেই। এটি আমাদের রুটিন কার্যক্রমের অংশ। 'ফোর্স মোবিলাইজেশন' প্রক্রিয়ায় সাধারণত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বাহিনীকে একত্র করা, প্রস্তুত রাখা ও মোতায়েনের অনুশীলন করা হয়। এতে রিজার্ভ ফোর্স সক্রিয় করা, জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখাসহ নানা অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত থাকে।" সম্প্রতি রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ও চার্জ পয়েন্টের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা - কর্মীরা রাতদিন ঝাটিকা মিছিল করছে। এ ছাড়া ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ১৩ নভেম্বর 'ঢাকা লকডাউন' কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন। নাশকতা ও সহিংসতা প্রতিরোধে পুলিশ বাড়তি সতর্ক অবস্থানে থাকলেও, পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক'র নির্বাচন কমিশন গঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনক'র নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ খলিল বিরিয়ানী হাউজ রেষ্টুরেন্টের দ্বিতীয় তালায় সংগঠনের বাৎসরিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য/সদস্যাগণের

মতামতের উপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাসুদ আলম (মিঠু)। নির্বাচন কমিশনার যথাক্রমে এডভোকেট একরামুল ইসলাম (মুকুল) ও শফিকুল ইসলাম বসুনিয়া। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করবে বলে এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মেদ মিয়া (দুলু) ও সাধারণ সম্পাদক জাকিউল উদ্দিন (উৎপল) বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

সময়টা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন সহ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে কড়াকড়ি ব্যবস্থা থাকে। সেই জাতিসংঘে যাওয়ার সময় শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমার সঙ্গী রাজনীতিক জনাব সামসুল ইসলাম মজনুর পরামর্শে কয়েক ব্লকের জন্য ট্যাক্সি নিয়ে হয়। ১০/১২ ব্লকের রাস্তা যেতে পথিমধ্যে 'রেড লাইট' ট্যাক্সি থামতেই দায়িত্ব পালনরত একজন ট্রাফিক পুলিশ বলে উঠলেন- 'ওহ বাংলাদেশী। হাসিনা-খালেদা বহুত প্রোবলেম'। একথা বলেই হেসে উঠলেন। আমরাও বুঝতে পারলাম নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ জানে হাসিনা-খালেদা জাতিসংঘে আসলে বাংলাদেশীদের ভীড় জমে বিশ্বসংস্থার ভবন ও এর আশেপাশে। ভবনের সামনে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ হয়, ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনাও। এরমধ্যেই রেড লাইড গ্রীণ লাইট জ্বলে উঠলো, ট্রাফিক পেরিয়ে ধীরে ধীরে জাতিসংঘ ভবনের দিকে এগুতে থাকলো আমাদের ট্যাক্সি । *২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫*

২২ হাজার শিক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে গত পাঁচ বছরে মোট শিক্ষার্থী কমেছে ১২ শতাংশেরও বেশি।

এরই মধ্যে চার্টার স্কুলগুলোয় ভর্তি বেড়ে ১ লাখ ৫০ হাজারে পৌঁছেছে, যা ২০১৯ সালের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষা মানে স্থবিরতা এবং পরিকল্পনার অভাবের কারণেই পরিবারগুলো সিটি ছাড়ছে।

অন্যদিকে, ছাত্রসংখ্যা কমলেও শিক্ষা বাজেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ বিলিয়ন ডলারে, যা ২০১৯ সালের চেয়ে প্রায় ৭ বিলিয়ন বেশি।

বিশ্লেষকদের মতে, সরকারি শিক্ষার মান না ফিরলে সিটির জনসংখ্যা ও কর-ভিত্তি দুটোই আরও দ্রুত হ্রাস পাবে।

মামদানি সম্মানজনক আচরণ করলে তাঁকে সহায়তা করব: ট্রাম্প

৬-এর পৃষ্ঠায় পর

চাই শহরটা সফল হোক।' এরপর দ্রুত স্পষ্ট করেন, তিনি আসলে নিউইয়র্ক শহরকে সফল দেখতে চান, মামদানিকে নয়। এর আগে, গতকাল বুধবার ট্রাম্প এক ভাষণে বলেন, তাঁর প্রশাসন নতুন মেয়রকে 'সাহায্য করবে।' তবে একই বক্তব্যে তিনি মামদানিকে 'কমিউনিস্ট' বলেও আখ্যা দেন।

ফ্লোরিডার মায়ামিতে আমেরিকান বিজনেস ফোরামের ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'কমিউনিস্ট, মার্কসবাদী আর গ্লোবালিস্টরা তাদের সুযোগ পেয়েছিল। তারা শুধু বিপর্যয় এনেছে। এবার দেখা যাক, নিউইয়র্কে এক কমিউনিস্ট কেমন করে। আমরা দেখব কী হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা তাঁকে সাহায্য করব, একটু হলেও করব। আমরা চাই নিউইয়র্ক সফল হোক।'

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের আগে থেকেই ট্রাম্প মামদানির বিরুদ্ধে প্রচারণায় নেমেছিলেন। তিনি মামদানিকে 'উন্মাদ কমিউনিস্ট' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, যদি মামদানি জেতে, তবে শহরের ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ করে দেবেন।

মামদানি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তিনি কমিউনিস্ট নন, বরং একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী। তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল বিনা মূল্যে সর্বজনীন শিশু যত্ন, ফ্রি বাস সার্ভিস এবং সরকারি পরিচালিত মুদি দোকান চালুর প্রতিশ্রুতি। প্রায় ৮৫ লাখ মানুষের শহর নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন মামদানি। তার এই বিজয় সারা দেশে প্রতিধ্বনি তুলেছে। ডেমোক্র্যাট পার্টির মধ্যপন্থী ও প্রগতিশীল অংশের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই জয়কে অনেকে জাতীয় রাজনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন।

বিজয়ী ভাষণে মামদানি তাঁর জয়কে ট্রাম্পকে হারানোর এক উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। টেলিভিশন প্রিয় প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করে বলেন, 'ভলিউমটা বাড়িয়ে দিন।' বুধবার অগ্রাধিকারের বিষয় তুলে ধরে দেওয়া বক্তৃতায় মামদানি জানান, তিনি ট্রাম্পের বিরোধিতা অব্যাহত রাখবেন, তবে আলোচনার সুযোগও খোলা রাখবেন। মামদানি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্পর্কে আমি মুখ বন্ধ রাখব না। তাঁর কর্মকাণ্ড যেমন, আমি তেমনই বলব। তবে সেই সঙ্গে সংলাপের দরজাটাও খোলা রাখব।'

উচ্চকক্ষের সদস্য হতে তদবির

২-এর পৃষ্ঠায় পর

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, 'উচ্চকক্ষ করব। এটি বিএনপির অঙ্গীকার। সেটি বাস্তবায়নের জন্য আগে সংসদ বসতে হবে। সেখানে পাস করে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আরও বলেন, দলের লক্ষ্য হলো নির্বাচনে বিজয় লাভ করা। সে বিবেচনায় বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা যার যত বেশি, তাকেই দল বেছে নেবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্য এক সদস্য বলেন, এ পর্যন্ত ঘোষিত ২৩৭টি সাধারণ আসনে বড় ধরনের গড়বড় না থাকলে প্রার্থী পরিবর্তনের সম্ভাবনা বেশ কম।

এর মধ্যে শুধু মাদারীপুরের একটি আসনের মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৬৪টি সাধারণ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন বাকি আছে। এ ক্ষেত্রে সমমনা দলগুলো ও এনসিপির সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

দলের উর্ধ্বতন নেতারা জানান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিভিন্ন উপায়ে প্রাথমিক তালিকা তৈরির পর স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ২৩৭ আসনে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করেন। অবশিষ্ট সাধারণ ৬৪ আসন ও উচ্চকক্ষের মনোনয়ন একই প্রক্রিয়ায় হতে পারে। কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সিদ্ধান্ত দিতে পারেন এমন সম্ভাবনাও আছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য বলেন, ২৩৭ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনী ঢেউ তোলা। সরকারের ওপর নির্বাচন দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া। একই সঙ্গে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীরা নিজ নিজ আসন গুছিয়ে নেওয়ারও সুযোগ পেলেন।

জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা চেয়ে দলগুলোকে করা গত ৪ নভেম্বরের অনুরোধ সরকার ও একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট পেতে দেওয়া রাজনৈতিক চালের অংশ মনে করে বিএনপি। সেদিনই দলের হাইকমান্ড বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পাল্টা চাল হিসেবে মনোনয়ন ঘোষণার কৌশল নেয়। একই কৌশলের অংশ হিসেবে সেদিনই রাতে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকে আগে গণভোট হলে 'না' বলার জন্য ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করেন। দলের স্থানীয় কমিটিগুলো ছাড়াও মনোনয়ন পাওয়া ব্যক্তিরা সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের প্রশ্নে দলের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার চালাবেন এমনটা মনে করছেন দলের নেতারা।

প্রত্যেক আমেরিকান

শেষ পৃষ্ঠায় পর

দেওয়া হবে।

ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করছেন যে ট্যারিফ থেকে আসা রাজস্ব সরাসরি জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়া বাস্তবে কতটা সম্ভব, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

এবিসি নিউজের 'দিস উইক' অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট জানান, এ বিষয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কোনো আলোচনা হয়নি। তবে এই দুই হাজার ডলারের ডিভিডেন্ড নানা উপায়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে করছাড়ের ধারা দেখা যাচ্ছে যেমন বকশিশে কর না থাকা, অতিরিক্ত সময়ের মজুরিতে কর না থাকা, সোশ্যাল সিকিউরিটি আয়ে কর না থাকা, এমনকি গাড়ির ঋণকেও করছাড়ের আওতায় আনা এসবই সেই ডিভিডেন্ডের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।"

২০২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন ভ্যান্স, জানালেন রুবিও

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে আগামী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়, দেখা যাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে। একথা জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে আলাপচারিতার এ তথ্য জানান তিনি।

রুবিও এবং ভ্যান্স দুজনই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রিয় পাত্র। গুঞ্জন উঠেছিল যে, তারা দুজনেই হয়তো ২০২৮ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে লড়বেন। কিন্তু রুবিও এবং ভ্যান্সের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের বরাত দিয়ে পলিটিকো জানিয়েছে, ভ্যান্সকেই প্রেসিডেন্ট পদে দেখা যাবে, জানিয়েছেন রুবিও। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে ভ্যান্সকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ মেয়াদে মাত্র এক বছর পার করলেন ট্রাম্প। এ সময়ের মাঝেই রিপাবলিকানরা ভবিষ্যতের চিন্তা করা শুরু করেছেন। ট্রাম্প নিজেও এর আগে ভ্যান্স এবং রুবিওকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে উল্লেখ করেন কয়েকবার।

হোয়াইট হাউজের আরেক সূত্র জানায়, জেডি ভ্যান্স প্রেসিডেন্টের পদে এবং রুবিও ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে লড়তে পারেন।

সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা যায়, যারা ২০২৪ সালে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন তাদের কাছে বর্তমানে ভ্যান্স বেশি জনপ্রিয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৩৫ শতাংশ ভ্যান্সকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান ২০২৮ সালের নির্বাচনে। আর ২৮ শতাংশ ট্রাম্পকে দেখতে চান, রুবিওকে চান মাত্র ২ শতাংশ।

এ ব্যাপারে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ভ্যান্সের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পায়নি পলিটিকো।



মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

কারাগার থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে ৫ বছরে ২৭৫ বন্দীর মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশের ৭৪টি কারাগারে বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৮২ হাজার। কিন্তু তাঁদের জন্য স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র দুজন। অভিযোগ রয়েছে, চিকিৎসকের অভাবসহ নানা সংকট ও অব্যবস্থাপনায় যথাযথ চিকিৎসা পান না অসুস্থ বন্দীরা।

কারা অধিদপ্তরের বিগত প্রায় পাঁচ বছরের হিসাবে, কারাগারে বছরে গড়ে ১৯৬ জন বন্দীর মৃত্যু হয়। ৪ বছর ৯ মাসে মারা গেছেন ৯৩৩ জন। এর মধ্যে কারাগার অথবা কারা হাসপাতাল থেকে বাইরের হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথে মৃত্যু হয় বছরে গড়ে ৫৮ জনের। ৪ বছর ৯ মাসে কারাগার থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মোট মারা গেছেন ২৭৫ জন বন্দী।

কারা কর্মকর্তারা বলেছেন, 'প্রেষণে' ও 'সংযুক্ত' হিসেবে কারা হাসপাতালে চিকিৎসকদের পাঠানো হয়। তবে তাঁরা সেখানে থাকতে চান না। কারণ, পদোন্নতির সুযোগ নেই, কাজের চাপ বেশি এবং বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা হয়েও দায়িত্ব পালন করতে হয় নন-ক্যাডার কর্মকর্তার অধীনে।

কারা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, দেশে ১৪টি কেন্দ্রীয় ও ৬০টি জেলা কারাগার রয়েছে। মোট সংখ্যা ৭৪। এসব কারাগারে বন্দী ধারণক্ষমতা ৪৬ হাজার।

গত ২৩ অক্টোবরের তথ্য অনুযায়ী, কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার তুলনায় বন্দী বেশি রয়েছে ৭৮ শতাংশ (৮২ হাজার)।

কারাগারে ধারণক্ষমতার অনেক বেশি বন্দী রাখার বিষয়টি নতুন নয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও ধারণক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ বন্দী কারাগারে থাকতেন। গাদাগাদি করে বন্দী না রাখা এবং কারাগারে চিকিৎসকের সংকট দূর করতে বড় কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ নিয়ে চিঠি চালাচালি হয়েছে, কাজ হয়নি। এখনো একই পরিস্থিতি চলছে।

মানবাধিকারকর্মী মো. নূর খান প্রথম আলোকে বলেন, বিগত ১০ বছরেও কারা হাসপাতালের দুরবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। বন্দীদের চিকিৎসা ও খাবার নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। এটা পরিবর্তনে দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকারকর্মীরা কথা বলছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দী থাকা দিন দিন বাড়ছে। তিনি বলেন, বন্দীরা রাষ্ট্রের হেফাজতে থাকেন। তাঁদের ভালো চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। অবহেলায় মৃত্যু হলে এর দায় রাষ্ট্র কোনোভাবে এড়াতে পারে না।

স্থায়ী চিকিৎসক দুজন

কারা অধিদপ্তর ও কারা হাসপাতাল সূত্র বলছে, বন্দীদের মধ্যে অনেকেই হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি ও লিভারের রোগ, ডায়াবেটিস, চর্ম, দন্তসহ নানা রোগে ভুগছেন। ফলে রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা দরকার।

কারা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৭৪ কারা হাসপাতালের জন্য অনুমোদিত চিকিৎসক পদ ১৪৮। অর্থাৎ প্রতিটি হাসপাতালে স্থায়ী চিকিৎসক পদ দুটি। তবে বন্দীর চিকিৎসায় ৭৪টি হাসপাতালে স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র দুজন। তাঁদের একজন মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারে এবং আরেকজন রাজশাহী কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছেন।

কারা হাসপাতালে দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহের কারণ জানতে চাইলে ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের চিকিৎসক বিনীতা রায় গত ২১ অক্টোবর প্রথম আলোকে বলেন, কারা হাসপাতালে কোনো পদোন্নতির সুযোগ নেই। 'পোস্টিঙ্গ্যাজুয়েশন' (উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন) করার ব্যবস্থা নেই। বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা হয়েও চিকিৎসকদের নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের অধীনে কাজ করতে হয়।

বিনীতা রায় আরও বলেন, কারা হাসপাতালে রোগীর চাপও বেশি। যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক সময় অবস্থার অবনতি ঘটলে বাইরের হাসপাতালে নেওয়ার সময় বন্দী মারা যান।

স্থায়ী চিকিৎসক না থাকায় সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের দপ্তর থেকে কারা হাসপাতালে অস্থায়ী ভিত্তিতে চিকিৎসক পাঠানো হয়। ৭৪ কারা হাসপাতালে এ সংখ্যা ১০১। কারা কর্মকর্তারা বলছেন, অস্থায়ী চিকিৎসকেরা সকালে এসে দুপুরের পর অথবা বিকেলে চলে যান। তাঁদের বাসাও কারাগার থেকে দূরে। ফলে রাতে কোনো বন্দী অসুস্থ হলে তাঁদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতালের অস্থায়ী চিকিৎসক আরেফিন সাব্বির প্রথম আলোকে বলেন, ওই হাসপাতালে দুজন অস্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন। দৈনিক অন্তত ৩৫০ বন্দীকে চিকিৎসা দিতে হয়। দুজনের পক্ষে এত বন্দীর চিকিৎসা দেওয়া কষ্টদায়ক। কারা হাসপাতালে বন্দীর রোগনির্ণয়েরও ব্যবস্থা নেই। ফলে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া যায় না।

৭৪ কারা হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স আছে ২৭টি। কারা হাসপাতাল থেকে বাইরের কোনো হাসপাতালে অসুস্থ বন্দীকে পাঠাতে হলে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। তখন অন্য যানবাহনে করে পাঠাতে হয়। এসব যানবাহনের অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না।

কারাবন্দীদের অনেকে প্রবীণ। ৭০ বছরের বেশি বয়সী মোট বন্দীর সংখ্যা কত, তা জানা যায়নি। তবে কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে থাকা ৩৫০ জন বন্দীর বয়স ৭০ বছরের বেশি।



২০০৩ সালে দেশের কারাগারগুলোর জটিল রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্যে গাজীপুরে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২এ ২০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল। চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও চিকিৎসক, নার্সসহ লোকবলের অভাবে হাসপাতালটির পুরোপুরি কার্যক্রম চালু করা যায়নি।

কাশিমপুর কারাগার-২এর জ্যেষ্ঠ কারা তত্ত্বাবধায়ক আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, এই হাসপাতালে চিকিৎসকের স্থায়ী ছয়টি ও নার্সের চারটি পদ থাকলেও সব শূন্য। সিভিল সার্জনের দপ্তর থেকে প্রেষণে দেওয়া দুজন নারী চিকিৎসক দায়িত্ব পালন করছেন। রাতে হঠাৎ কোনো বন্দী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পান না।

নিয়মানুযায়ী প্রতিটি কারাগারে একজন মানসিক চিকিৎসক থাকার কথা। তবে তা নেই। নারী বন্দী আছেন তিন হাজারের মতো। নেই কোনো গাইনি চিকিৎসক।

কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজি-প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কারা হাসপাতালের নানা সংকট দূর করা নিয়ে স্বরাষ্ট্র ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। সমস্যা রয়ে গেছে। কারা হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে পাঠানো প্রস্তাব এর আগে অর্থ মন্ত্রণালয় বাতিল করে দিয়েছে। পরে আবারও প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

হাসপাতালে নেওয়ার পথে বন্দীর মৃত্যু

নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ছইবুর রহমান (৬০) গত ৫ অক্টোবর সকালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখান থেকে ওই দিন সকাল ৯টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে।

ছইবুর রহমানের ছোট ছেলে হাবিব আলী ও নাতি মিনহাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ছইবুর ছিলেন কানসাটের একটি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। মামলার রায় ঘোষণার পর তিনি রাজশাহী কারাগারে ছিলেন। কারা কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়েছে, ছইবুর স্ট্রোক করলে (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ) তাঁকে রাজশাহী কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি মারা যান। হাবিব আলী বলেন, তাঁর বাবা সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় মারা যান।

কারাগারে 'আত্মহত্যা'র ঘটনাও ঘটছে। গত ২৪ এপ্রিল রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের সেলের গ্রিলের সঙ্গে গলায় গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় মো. জুয়েল (৩৪) নামের এক বন্দীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ বলেছে, জুয়েল 'আত্মহত্যা' করেছেন। এ ঘটনায় কারারক্ষী রিপন বড়ুয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

সব মিলিয়ে বিগত ৪ বছর ৯ মাসে (২০২১ থেকে ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কারাগারে ৯৩৩ বন্দীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ২০২১ সালে ২০৫ জন, ২০২২ সালে ১৩২ জন, ২০২৩ সালে ২২৭ জন ও ২০২৪ সালে ১৭৯ জন এবং গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯০ জন বন্দী মারা গেছেন। কারাগার থেকে বাইরের হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যাওয়া বন্দীর সংখ্যা ২৭৫।

'পরিপূর্ণ কারা হাসপাতাল থাকা জরুরি'

কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বলা আছে, তাদের লক্ষ্য বন্দীদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা, যথাযথভাবে তাঁদের বাসস্থান, খাদ্য ও চিকিৎসা দেওয়া। একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলছে কারা অধিদপ্তর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কারাগারগুলোতে গাদাগাদি করে বন্দীদের রাখা হয়। খাবারের মান নিম্ন। চিকিৎসাসুবিধা অপ্রতুল।

বন্দীদের নানা রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক ও আনুষঙ্গিক সুবিধাসংবলিত পরিপূর্ণ কারা হাসপাতাল থাকা খুবই জরুরি বলে মনে করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিনের সাবেক সভাপতি মো. টিটো মিঞা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কারাগারগুলোতে গাদাগাদি করে বন্দীদের রাখা হয় বলে তাঁদের চর্মরোগ ও যক্ষ্মার মতো রোগের ঝুঁকি বেশি থাকে। গরমে 'হিট স্ট্রোক'ও হতে পারে। স্যানিটেশন ও গোসলের ভালো সুবিধার অভাবে বন্দীরা টাইফয়েডে আক্রান্ত হতে পারেন। যথাযথ চিকিৎসা না পেলে নিউমোনিয়ায় ভুগে বন্দীর অবস্থার অবনতি হতে পারে। তিনি বলেন, কারাগারে বন্দীর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্দী রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে বিশেষায়িত হাসপাতালে স্থানান্তরের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

জ্যাকসন হাইটসের মামা'স রেস্টুরেন্ট এখন আলাদীন রেস্টুরেন্ট









শেষ পৃষ্ঠায় পর ৩১ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ। এরপর প্রতিষ্ঠানটির সফলতা কামনায় বিশেষ দোয়া মুনাজাত করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সম্প্রতি মামা'স রেস্টুরেন্টটি ক্রয় করেন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর একাংশের সভাপতি ও ভূতপূর্ব খাবার বাড়ি রেস্টুরেন্টের অন্যতম অংশীদার হারুণ ভূঁইয়া। তার সঙ্গে প্রধান অংশীদার হিসাবে রয়েছেন আরেক ব্যবসায়ী ও সামাজিক সংগঠন 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি।

আলাদীন হালাল রেস্টুরেন্ট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদ, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহ শহীদুল হক, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম সহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, ছোট পরিসরের মামা'স রেস্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠার পর ব্যবসায়িকভাবে সফল ছিল। খাবারের মানের দিক থেকে রেস্টুরেন্টটির যথেষ্ট সুনামও ছিল। রেষ্টুরেন্টটির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও সবার নজর কাড়ে। কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় একপ্রকার দেনার দায়ে রেস্টুরেন্টটি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অবশেষে এটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন তারা। ফলে আলোচনার ভিত্তিতে গত ২৮ সেপ্টেম্বর প্রায় হাফ মিলিয়ন ডলারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ক্রয় করেন হারুণ ভূঁইয়া ও মোহাম্মদ আলম নমি।

হারুণ ভূঁইয়া জ্যাকসন হাইটসের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পূর্বে তিনি খামার গ্রুপের অন্যতম অংশীদার ছিলেন। বর্তমানে হোমকেয়ার ব্যবসায় তার বিনিয়োগ রয়েছে। অন্যদিকে ব্যবসায়িক পরিচয় ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডে মোহাম্মদ আলম নমির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী' নামের সামাজক সংগঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা 'আলাদীন হালাল রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড সুইট ইনক' ব্যবসায়িক সফলতা পাবে। উল্লেখ্য, 'আলাদীন সুইটস' নামে এই ৭৩ স্ট্রীটে রেষ্টুরেন্ট ছিলো। এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতেও একই নামে আরেকটি রেষ্টুরেন্ট রয়েছে।





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নির্বাচনে মনোয়ার-মমিন পুনর্নির্বাচিত

শেষ পৃষ্ঠায় পর হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের ১১টি পদের বিপরীতে ১৯জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ১১০জন হলে ভোটার ছিলেন ১০৫জন।

নির্বাচনে সভাপতি পদে বিজয়ী মনোয়ারুল ইসলামের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবিএম সালাহ উদ্দিন আহমেদ। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী মমিনুল ইসলাম মজুমদারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মোহাম্মদ এমদাদ চৌধুরী দীপু। প্রেসক্লাবের ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের বিজয়ী অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি- মোহাম্মদ আবিদুর রহীম (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), সহ সাধারণ সম্পাদক- মাহাথির ফারুকী, কোষাধ্যক্ষ- রশীদ আহমদ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), সাংগঠনিক সম্পাদক- সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, দপ্তর সম্পাদক- মোস্তাফিজুর রহমান (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে শেখ সিরাজুল ইসলাম, রওশন হক, ফারুক হোসেন এবং শাহ আহমদ। উল্লেখ্য, সহ সাধারণ সম্পাদক পদের একটি পদে তিনজন এবং কার্যকরী পরিষদের ৪টি পদের বিপরীতে ৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

তিন সদ্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মঈনুদ্দীন নাসের, সদস্যদ্বয় ছিলেন এবিএম সালেউদ্দিন ও চৌধুরী এম আলী কাজল। গোপন ব্যাটটে ভোট গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা করেন।

সভা সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনে ভোটাভুটির আগে ক্লাবের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাব সদস্য জামিল আনসারী। এরপর বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ। পরবর্তীতে সভাপতি স্বাগত বক্তব্য রাখার পর সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাদের রিপোর্ট পেশ করার পর আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা মনজুর আহমদ, মঈনুদ্দীন নাসের, মাহমুদ খান তাসের, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান, আবু তাহের ও মাহফুজুর রহমান, সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ক্লাব সদস্য জয়নাল আবেদীন, ফরিদ আলম, শেখ খুরশান, মোজাম্মেল হক প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন এবং কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পাশের পর সভয় উত্থাপিত ক্লাবের পুরোনো গঠনতন্ত্রে ফিরে যাওয়া এবং ক্লাবের নাম পরিবর্তন সহ কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন বিষয়ক সাপ্তাহিক কলামটি আপনাদের ভালো লাগছে জেনে আমরা আনন্দিত। ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

বি-১ এবং বি-২ ভিসা কি?

বি-১ এবং বি-২ ভিসা হচ্ছে নন-ইমিগ্রান্ট ভিসা। এই ভিসায় বিদেশী নাগরিকরা সামরিকভাবে ব্যবসা (বি -১), পর্যটন (বি-২) বা উভয় উদ্দেশ্যেই ইউএসএ আসতে পারে। এই ভিসায় বিদেশীরা ব্যাপকভাবে ইউএসএ আসেন এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইউএস ভ্রমণে এসে থাকেন।

বি-১/ বি-২ ভিসায় সর্বোচ্চ ৬ মাসের জন্য ইউএসএ অবস্থানের অনুমতি পেতে পারেন। তবে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে ইউএসএ থেকে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাতে পারেন। প্রত্যেক ভ্রমণকারীর জন্য তার অবস্থানের মেয়াদ ভিন্ন হতে পারে।

বি-১ এবং বি-২ ভিসায় বহুবার ইউএসএ আসার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। যার অর্থ আপনি একবার ভিসা নিয়ে একাধিকবার ইউএসএ আসতে পারেন। এক বছরের মধ্যে কতবার আসা যাবে, তার নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। একবার ভিসা নিয়ে একাধিকবার ইউএসএ ভ্রমণ করা যাবে। এটা নির্ভর করে সিবিপি কর্মকর্তাদের উপর যারা প্রত্যেকবার আপনাদের প্রবেশের সময় কেস রিভিউ করেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, বি-১, বি-২ ভিসা ইস্যু করার লক্ষ্য হচ্ছে সামরিকভাবে ইউএসএতে ব্যবসা, পর্যটন বা চিকিৎসা করার জন্য আসা। এটা এদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করার জন্য নয়।

বি-১ এবং বি-২ ভিসার মধ্যে পার্থক্য কি?

বি-১ ভিসা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ব্যবসা সফরের জন্য (কনফারেন্স, মিটিং, চুক্তি নিয়ে আলাপ -আলোচনা) বি-১ ভিসাধারীর ইউএসএ'তে কাজ করতে পারবে না।

বি-২ ভিসা (টুরিস্ট ভিসা) হচ্ছে ভ্রমণ, অবকাশ যাপন বা পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। বি-২ ভিসায় কতিপয় চিকিৎসা করানো যায় এবং সামরিক অনুষ্ঠান অথবা সঙ্গীত বা খেলাধুলা প্রতিযোগিতার কোন অর্থ না নিয়ে অংশগ্রহণ/অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনকে উভয় ভিসাই ইস্যু করা হয়– যেন তিনি একই সঙ্গে ব্যবসা এবং বিনোদন দুটোতেই অংশ নিতে পারেন।

বি ভিসার জন্য যা যা প্রয়োজন: বি-১, বি-২ ভিসার জন্য আবেদন করলে প্রমাণ করতে হবে যে, স্বল্প সময়ের জন্য ইউএসএ আসা। সফর শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়াটাকেও প্রমাণ করতে হবে।

বি-১ ভিজিট ভিসা সফরের জন্য যে সব কারণ দেখাতে হবে:

- ইউএস সহযোগীদের জন্য মিটিং, আলোচনা করার প্রমাণ;
- কনফারেন্স বা সেমিনারে অংশগ্রহণ;
- কেউ যদি ইউএসএ কোন সম্পত্তি বা সম্পদের উত্তরাধিকারী হন, বি-১ ভিসায় সেই সব বিষয় বৈধভাবে নিষ্পত্তি করার সুযোগ পাওয়া যায়;
- কোনো ইউএস কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়;
- পেশাদার কোন পরীক্ষা বা লাইসেন্স করা– যেসব পরীক্ষা বা লাইসেন্স লাভ একমাত্র ক্ষেত্রতেই সম্ভব।

বি-২ টুরিস্ট ভিসায় ভ্রমণের কারণসমূহ:

- **পর্যটন:** কোনো দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন, ল্যান্ড মার্ক দেখা; অথবা ইউএসএ'র কৃষ্টি-সংস্কৃতি উপভোগ করা;
- **পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত:** অনেকেই বি-২ ভিসা ব্যবহার করে তাদের প্রিয়জন যারা এদেশে থাকেন– তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন;
- **মেডিকেল চিকিৎসা:** কারো চিকিৎসার প্রয়োজন বা কোন অপারেশন যা ইউএসএ'তে সহজলভ্য, তারা বি-২ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন;
- **সোশ্যাল অনুষ্ঠান:** কনসার্ট, রান্না শিক্ষার ক্লাস, কনভেনশন, ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ;
- **প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়:** কোনো প্রফেশনাল ইভেন্টে না হলে সৌখিন টুর্নামেন্টে বা প্রতিযোগিতা হয় তবে তার জন্য বি-২ ভিসা যথার্থ;
- **সংক্ষিপ্ত কোর্সের শিক্ষা:** কোন কোর্সের মেয়াদ সপ্তাহে ১৮ ঘন্টায় কম হয়, সেক্ষেত্রে বি-২ ভিসা যথার্থ।

বি-২ ভিসায় নিচের কোন কারণে প্রমাণ করা যাবে না;

- স্টাডি;
- ইউএস'র কোন ফার্মে দীর্ঘ মেয়াদি কাজ করা যাবে না;
- দর্শকদের অর্থমূল্যে কাটা টিকিটের কোন অনুষ্ঠানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অংশগ্রহণ করা যাবে না;
- বিদেশী প্রেস, রেডিও, ফিল্ম, প্রিন্ট জার্নালিজম বা অন্য কোন তথ্য মিডিয়ায় কাজ করা যাবে না;
- ইউএসএ'তে স্থায়ীভাবে বাস করা যাবেনা।

বি-১/বি-২ ভিসার স্ট্যাটাস কি পরিবর্তন করা যাবে?

বি-১/ বি-২ ভিসা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্ট্যাটাস মঞ্জুর করে না। এটা সামরিক ভিসা, তবে বি-১/ বি-২ ভিসার স্ট্যাটাস ইউএসএ থেকে অন্য ভিসার পরিবর্তন করা যাবে। তবে তার জন্য কতিপয় শর্ত পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য ইউএস সিটিজেনসিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসে স্ট্যাটাস পরিবর্তনের জন্য আবেদন জানাতে হবে।

স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদন বিবেচনার মূল বিষয় হবেঃ

- **অবস্থানের লক্ষ্য:** যে কারণে ইউএসএ'তে থাকতে চান তা নতুন ভিসা টাইপের সঙ্গে সাঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- **সময়:** স্ট্যাটাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আবেদন বানাতে হবে। এটা আই-৯৪ আগমন ও নির্গমণ রেকর্ডে উল্লেখ থাকে। ইউএসসিআইএস'র পরামর্শ হচ্ছে, বর্তমান স্ট্যাটাসে এর সময় পার হয়ে যাওয়ার কমপক্ষে ৪৫ দিন পূর্বে আবেদন করা ভালো।
- **যোগ্যতা:** সবাই তাদের স্ট্যাটাস পরিবর্তন করতে পারে না। উদাহরণ: ওয়েভার ভিসায় ইউএসএ'তে প্রবেশ করলে স্ট্যাটাস পরিবর্তন করা যাবে না যদি কোন ইউএস সিটিজেনের সাথে বিয়ে না হয়।
- **স্ট্যাটান লংঘন:** বর্তমান ভিসার শর্ত লংঘন করলে– সেক্ষেত্রে ভিসার স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদন করা যাবে না।
- **অনুমোদন:** সকল শর্ত পূরন করেও যদি আবেদন করা হয়, তবুও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ইউএসআইএস'র উপর।

যদি কোন ইউএস সিটিজেন বা গ্রিনকার্ডধারী, পার্মান্টে রেসিডেন্টকে বিয়ে করেন– সেক্ষেত্রে 'ম্যারেজ গ্রিনকার্ড'এর জন্য আবেদন করা যাবে। এর জন্য ইউএসএ'তে স্পাউসের সঙ্গে বসবাস করা যাবে এবং এদেশ থেকেও গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে। কিংবা দেশে গিয়েও কনস্যুলার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।

সর্বশেষে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

ভালবাসার দুই
আশরাফ আহমদ

খিটমিট লেগেই থাকত। তবু, আমি কিন্তু দুইজন
বিশেষ অপ্সরাকে-ই প্রায় সমান সমান। কিন্তু
ব্যালেন্সের অভাবে শেষরক্ষা শেষ। করাতকলের শব্দ
কানে আসার আগেই, দেহটাকে দুই ভাগে বিভক্ত
করেছিলে, মহাক্রুরতায়! তারপর, একখণ্ড ট্রাংকে
পুরে কুরিয়ারে পাঠিয়েছিলে আমার বউয়ের কাছে।
অন্য অর্ধেক আমার, দাফনের মতো রেখে দিলে ঘরের
টাইলসের নিচে!

অথচ, বোকা পরী জানতে না যে, আমি এক
ভুঁইফোড় আদম সন্তান। টাইলস বিদীর্ণ করে আমার
অঙ্কুরোদগম হলো, নিঃশব্দে, চিমটি চিমটি করে।
ভাবলে-- এত হুজ্জতের পরেও আবার যেহেতু ফিরে
এলো, ওকে ক্ষমা করি, নিই। কিন্তু আমি তো
বিশ্বাসহন্তারক তোমাকে চাই না। বরঞ্চ ভূত হয়ে
রাতদিন তাড়া করব। তোমার জীবনের শান্তি শেষ।
আর আমার বউ, পরম মমতায়, শুশ্রুষায়, অনেক
চোখের জলে, রক্ত-টক্ত ধুয়ে, অর্ধেক আমাকে প্রায়
পূর্ণ করে তুলল। আমি তার তলপেটে হাত রাখি।
সন্ধ্যার আগে সে রিলাক্স, রেলিঙে হেলান দেয়।
সিগারেট ছেড়ে দিয়ে, ক্যান্নাবিসে টান দিয়ে দেখি,
আমার বউ একটা উজ্জ্বল রঙধনু। আর, বিকেলের
পর চা-ও ছেড়েছি, তাই, শরাবুন তহুরার চর্চা করতে
করতে দেখি এক অত্যুজ্জল বিভা দেখছে আমাকে।
বউ মিটিমিটি হাসে, বলে-- দ্যাখো, স্বর্গ নাইমা
আসতেছে।

আমার ঐশ্বর্য
মুস্তফা হাবীব



পাহাড় কেনার স্বপ্ন ছিল না কখনও
শৈশব থেকে আজ অবধি স্নাত হয়েছি ফুলের সৌরভে,
আলেয়ার আলোয়ে হারাইনি শাশ্বত পথের ঠিকানা
বৃক্ষের শোভা ভুলে দেখিনি আমেরিকান টুইন টাওয়ার।

জাগতিক মোহে আক্রান্ত হয়ে উড়াল দেইনি আকাশে
ছেড়ে যাইনি আপন ভুবন, পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক রেখা
ভুলে যাইনি পেছনের ইতিহাস ঐতিহ্য
শিশিরসিক্ত সবুজ ঘাসে চোখ রেখে রোজ বিমোহিত হই।

ভালো আছি, খুব ভালো আছি অন্তর্গত ধ্যানে,
জমির আল কাটা নিয়ে সৃষ্টি করিনি সংঘাত
হিংসা ও বিভেদের মারণাস্ত্রে আহত করিনি মানুষের মন
মোহ মায়ায় পথ ভুলে ছুটিনি মরীচিকার পিছে।

আমার বিশ্বাস--- জীবন সুন্দর মানুষের ভালোবাসায়,
প্রীতি ও প্রেমে সুন্দর আমাদের পৃথিবী,
তাই অদৃশ্য অলীক চেতনায় সুর তুলিনি বীণার তারে
আমার ঐশ্বর্য- শিল্পবোধে খুঁজে ফেরা সমুদ্রের অতল।



মৃত্যুর ফসিলে রাত্রি যাপন
সাজ্জাদুর রহমান

নদী ভাবতে ভাবতে ক্ষয়ে যায় জল
ফুটে থাকা মায়াবীপ্রদেশ, কাশ্মীরি শরীর

তোমার বাহুর বাহুল্য প্রশান্তি
স্পর্শ করে লতানো উঠোন
তোমার আঙুলের তরল ছোঁয়া
নিয়ে যায় পাতাল জনপদে
নদী যেখানে রোপণ করে ঢেউয়ের বীজ।

অথচ আমি ফুল ফোটাই আগুন তরলে
ঘন সমান্তরালে ধেয়ে যাই
পেয়ে যাবো ভাবনার প্রেমিক- দূতাবাস !
শরীর জুড়ে প্রজাপতির
কোটি পাখায় সাপটে থাকে শূণ্যতা

দেশান্তরি মেঘের কাছে চাই
পি সি সরকারের জাদুর কাঠি
মেয়াদ ফুরোনো আয়ু খুলে দেখি
বাকি আছে কয়েক মিনিট আলোড়ন-
তোমার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বেহায়া আঙুল
খোঁজে বিবস রাতের নগর।

মিছে সভ্যতার ভূলোক থেকে
তোমাকে আসতে হবে না
সব ফুলের গাছ এখন
মৃত্যুর ফসিলে রাত্রি যাপন করে।



মেঘজীবন
আনোয়ার রশীদ সাগর

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের উষ্ণতা আজ আঁধারে ম্লান
ম্লান তোমার স্মৃতি বিজড়িত খোলাচুল।
উড়ন্ত শামুকভাঙা ঘরে ফিরে
নিঃস্ব নিঃস্বার্থ দিনশেষে শূন্যতায়।
সিক্তধানের হাঁটু জলে খপখপ পা ফেলে
মনের গভীরে খুঁজি খড়কুটো,
আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ফিকে হয় রক্তাভ
কর্দমাক্ত শরীর, কী এক অভিযোগে অন্বেষণে
অদ্ভুত অবোধ পুরুষালি হাঁটা;
হাঁটতে হাঁটতে মেঘময় আমি আমাতে থাকি না,
ধীরে ধীরে ধারন ক্ষমতা হস্তান্তর করি তোমার তুলিতে,
আকাশ আকাঙ্ক্ষা এবং আক্ষেপ।
ভাদরের আদরে ভেসে যায় জীবনের পাল
ভেসে যায় ভেঙে যায় স্বপ্নময় জগৎ।

নৈঃশব্দ্যের নাভিমূলে
পঙ্কজ শীল

নক্ষত্রেরা আজ ঘুমায় আত্মার কুঠুরিতে,
বাতাসের বুক থেকে লুকায় অনন্ত শব্দের শ্বাস।
সময়ের গর্ভে জমে থাকা তুষারের মতো জমে আছে প্রার্থনা
যেন শূন্যতা জন্ম দেয় অদৃশ্য দেবতার হাসি।

আমি নিজেকে দেখি ছাইয়ের আয়নায়
যেখানে আলোর রক্তে রাঙা হয় অন্ধকারের মুখ।
স্বপ্নগুলো মৃত নদীর কোল থেকে উঠে আসে ধোঁয়ার পোশাকে,
তাদের কান্না শোনে শুধু শুকনো পাথরের কান।

অস্তিত্ব যেন এক জ্যোৎস্নাহীন দিগন্তের ভূত
যে প্রতিনিয়ত হারায় নিজের প্রতিচ্ছবি।
চিন্তার শেকড় ছিঁড়ে যায় নিঃশব্দের অরণ্যে,
তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকি-
একটি অসমাপ্ত শব্দের মতো, সময়ের প্রলয়ের কিনারায়।

শঙ্কা
দীপঙ্কর ইমন

একদিন স্বীকার তরে নিবো সব দায়,
হেমন্তের শূন্য মাঠ থেকে
ভূলের শবদেহ ভেসে আসছে আমার কবিতায়।

বিস্ময় হয়ে দেখেছি,
বিগত শরতের বৃষ্টির বাস্তবতা।
শুকনো বরষায় ভাসে নি তোমার নাও,
অচঞ্চল পাটনী বুঝে গেছে যুক্তির বিজ্ঞান
কার্বনের উলঙ্গ খেলাঘরে তোমার কথিত বিশ্বায়ন।

কেবল ভয় হয়,
যদি প্রাগৈতিহাসিক কালে পৌঁছে যায় আমাদের উল্টোরথ!
আবার না সভ্যতা কিনতে হয় হরপ্পার বাজার থেকে!

আমাদের সহজ সরল ঘরে,
পুঁজিবাদ ছলনার সাপলুডু খেলে অর্হনিশি।

প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয়





শেষ পৃষ্ঠায় পর

দীর্ঘ সাত ঘন্টার অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো আলোচনা সভা, পরিচিত পর্ব, গুণীজনদের সম্মাননা, স্মৃতিচারণ এবং জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে জ্যামাইকায় ৪.৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাংলাদেশ ভবন ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্বপ্নের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে হাজারোধিক প্রবাসী বাংলাদেশী যোগ দেয়ায় তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে উৎসবটি বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম আর সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। তবে অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সোসাইটির কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও পরিকল্পনার ঘটতি না থাকলেও ছিলো অগোছালো- এমন অভিযোগ অনেকেরই। পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত 'হাতাহাতি আর ধাক্কাধাক্কি'র মতো ছোট ঘটনায় 'অপ্রীতিকর পরিস্থিতি' অনুষ্ঠানের অর্জনকে ম্লান করে দেয়। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে 'অগ্রপথিক' শীর্ষক একটি আকর্ষনীয় ও তথ্যবহুল একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

বিকেলে 'টেরেস অন দ্য পার্ক'-এ প্রধান গেটের সমানে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রং বে রং এর বেলুন উড়িয়ে আর ফিতা কেটে বাংলাদেশ সোসাইটি'র ৫০ বছর পূর্তী অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এরপর ভিতরে মূল মঞ্চে শুরু হয় অনুষ্ঠানমালা। মূল মঞ্চে কাটা হয় কেক।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, গীতা পাঠ আর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও সংগঠনের প্রয়াত সকল কর্মকর্তার গভীল শ্রদ্ধায় স্মরণ করার পাশাপাশি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। কোরঅআন থেকে তেলাওয়াত ও মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী এবং গীতা থেকে পাঠ করেন প্রশান্ত।

অনুষ্ঠানে 'আমি বাংলায় গান গাই' গানের সাথে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে প্রবাসের অন্যতম জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'নৃত্যাঞ্জলি'র শিল্পীরা। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আহবায়ক এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান। পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ও প্রতিষ্ঠানকে 'সোসাইটির অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। তারা হলেন- সমাজ কর্মে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি 'কোভিড হিরো' মরহুম কামাল আহমেদ, সাংবাদিকতায় সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, ক্রীড়ায় সাইদুর রহমান ডন, সংগঠক কাজী আজহারুল হক মিলন, সংস্কৃতিক সংগঠক সেলিমা আশরাফ, শিক্ষা বিস্তারে মোশারফ হোসেন খান চৌধুরী এবং পরোপকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'দ্য অপটিমিস্ট ইনকর্পোরেটেড'-কে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মরহুম কামাল আহমেদ-এর অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন তার কন্যা রুমানা আহমেদ। সোসাইটির কর্মকর্তারা সংশ্লিস্টদের হাতে এসব অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্যে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার বাংলাদেশ সোসাইটি এবং এর শীর্ষ কর্মকর্তাদেরকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এছাড়াও কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিস থেকেও সাইটেশন প্রদান করা হয়।

সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু ও স্টিভেন রাগা, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার সহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া, সোসাইটি'র বোর্ড অব ট্রাষ্টীর চেয়ারম্যান শাহ এম নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহ সভাপতি ও উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সম্পাদক ও উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব আবুল কালাম ভূইয়া, প্রধান সমন্বয়কারী হারুন উর রশীদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা। এছাড়াও কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টর প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক সহ নতুন প্রজন্মের চারজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের অনুভূতি ব্যক্ত করার পর্বটি সকলের দৃষ্টি কাড়ে। এদের মধ্যে ছিলেন- হার্ভার্ড-এর গ্র্যাজুয়েট নামিরা মেহেদি এবং ভিক্টর ঘোষ, সেন্ট জোন্স ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসা-প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট হিসেবে গ্র্যাজুয়েশন করা আনিকা জেবা ও শেখ আনাম। এসময় তারা তাদের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে উঠা এবং বাংলাদেশী মা-বাবার ঐতিহ্যবাহী বাঙালী সংস্কৃতি লালন ও বিকাশের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদেরকে সোসাইটির পক্ষ থেকে সম্মাণনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত পুলিশ অফিসার বাংলাদেশী-আমেরিকান দিদারের পরিবারকেও সম্মাণনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. এম বিল্লাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার প্রমুখ। জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বাদশা বুলবুল, কালা মিয়া ও প্রতীক হাসান, প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, অনিক রাজ, কামরুজ্জামান বকুল, হাসান নীলু প্রমুখ। বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শারমিনা সিরাজ সোনিয়া।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তী উৎসব আয়োজনের জন্য বর্তমান কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং সোসাইটির দীর্ঘ পথ যাত্রার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির আজ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের গর্ব, ঐক্যর প্রতীক। বক্তারা বলেন, সোসাইটি সবসময়ই প্রবাসে বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন প্রজন্ম এই ঐতিহ্য ধারণ করে আরো আধুনিক ও কার্যকর বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ে তুলবে, যা শুধু প্রবাসে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশী কমিউনিটির মর্যাদা বৃদ্ধি করবে- এমন প্রত্যাশা করে বক্তারা বলেন, এজন্য নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী করে সোসাইটিরসাথে সোসাইটির কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম তার বক্তব্যে দেশপ্রেমের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ঐক্য আর ভালবাসায় বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল ও গর্বিত সোসাইটি গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানটি সফল করায় তিনি সোসাইটির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা সহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ বলেন, অর্ধ শতাব্দীর পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি আজ এমন এক অবস্থানে পৌছেছে, যা আমাদের সকলের গর্ব এবং ভালোবাসার প্রতীক। পঞ্চাশ বছরের এই যাত্রা শুধু একটি সংগঠনের নয়, এটি সকল প্রবাসীর সম্মিলিত সাফল্যের গল্প। তিনি সকল প্রবাসী বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী করার উদাত্ত আহ্বান এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন ক্রয়ের চুক্তির কথা জানান।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান সংগঠনটিকে শতবর্ষ উদযাপনের ভিত্তি হিসেবে প্রেরণার জুগাবে। সোসাইটি একদিন কমিউনিটির গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। অনুষ্ঠানটি সফল করায় তিনি তিনিও সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তি উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে 'অগ্রপথিক' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেছেন সংগঠনের সাহিত্য সম্পাদক আখতার বাবুল। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ।

অনুষ্ঠানে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম. এম. শাহীন, সোসাইটির সাবেক সভাপতি আবদুর রব মিয়া, মুজিব-উর রহমান ও নার্গিস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সউদ চৌধুরী, ফোবানা'র একাংশের চেয়ারপারসন, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, ফোবানার সাবেক কনভেনর আবু যুবায়ের দারা, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ও ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির আজীবন সদস্য ও মূলধারার রাজনীতিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকতার হোসেন বাদল, বক্সার সেলিম, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, বিশিস্ট ব্যবসায়ী আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, খলিল গ্রুপের খলিলুর রহমান, এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির সিইও নুরুল আজিম, মর্টগেজ প্রতিষ্ঠান মিডোব্রুকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আকিব হোসেন, আবাসন ব্যবসায়ী মোর্শেদা জামান প্রমুখ। নৈশ ভোজেরর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তি উৎসব সফল করতে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ছাড়াও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান জিলানী, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে হারুন অর রশিদ, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

পাঁচ নারী নিয়ে মেয়র মামদানির ট্রানজিশন টিম

শেষ পৃষ্ঠায় পর

উঠবে এক দক্ষ ও সহানুভূতিশীল সিটি হল, যা এই প্রচারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, ৩৪ বছর বয়সী এই নবনির্বাচিত মেয়র কুইন্সে সংবাদ সম্মেলনে পুরোপুরি নারী নেতৃত্বে গঠিত ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেন। এই টিমের নির্বাহী পরিচালক ইলানা লিওপোল্ড। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকছেন সাবেক ফার্স্ট ডেপুটি মেয়র মারিয়া তোরেস-স্প্রিংগার, ফেডারেল ট্রেড কমিশনের (এফটিসি) সাবেক চেয়ারম্যান লিনা খান, ইউনাইটেড ওয়ের প্রেসিডেন্ট ও সিইও গ্রেস বোনিলা এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র ফর হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস মেলানি হার্টজগ।

লিনা খানকে দলে নেওয়া মামদানির প্রশাসনে সংস্কারক নীতি প্রয়োগের ইঙ্গিত দেয়। জো বাইডেনের সময় এফটিসিতে আক্রমণাত্মক অ্যান্টি ট্রাস্ট পদক্ষেপের জন্য খান জাতীয়ভাবে পরিচিত হন এবং প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় মহলে প্রশংসিত।

অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়াকে পরাজিত করার পর প্রথম টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে মামদানি বলেন, 'এই শহর আমাদের প্রস্তুত দেখতে চায়। আমাদের হাতে আছে ৫৭ দিন এটাই কাজ শুরু করার সময়।' তাঁর জয় নিউইয়র্কের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় প্রথম মুসলিম মেয়র, প্রথম দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত, প্রথম আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া এবং শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র।

তবে তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি হুমকি দিয়েছেন, মামদানি দায়িত্ব নিলে ফেডারেল তহবিল বন্ধ করবেন। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছিলেন, 'যদি মামদানি জয়ী হন, নিউইয়র্কে আমি আইনে বাধ্য না হলে ফেডারেল ফান্ড দেব না।' প্রায়ই তিনি মামদানিকে 'কমিউনিস্ট' বলে আখ্যা দেন।

২০২৬ অর্থবছরে নিউইয়র্কের বাজেটে ফেডারেল তহবিল প্রায় ৭৪০ কোটি ডলার, যা মোট ব্যয়ের ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। নির্বাচনের দিন ট্রাম্প আরও উসকানিমূলক পোস্টে লেখেন, 'কোনো ইহুদি যদি জোহরান মামদানিকে ভোট দেয়, সে নির্বোধ।' যদিও মামদানি বহুবার ইহুদি বিদ্বেষের নিন্দা করেছেন।

প্রচারণাজুড়ে তাঁকে ঘিরে চলেছে তীব্র ইসলামবিদ্বেষী হামলা। রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান র‍্যান্ডি ফাইন ও অ্যান্ডি ওগলস বিচার বিভাগকে আহ্বান জানান মামদানির নাগরিকত্ব বাতিল করতে। টেক্সাসের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান চিপ রয় নির্বাচনের আগে লেখেন, মামদানি 'আধুনিক ডেমোক্র্যাট দলের প্রতীক' এবং তাঁর নেতৃত্বে 'একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক বিপ্লব' ঘটছে।

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজড হেট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরে তুলনায় অক্টোবরে মামদানিকে নিয়ে ইসলামবিদ্বেষী পোস্ট বেড়েছে ৪৫০ শতাংশ। এক মাসে ১৭ হাজার অ্যাকাউন্ট থেকে ৩৬ হাজার পোস্ট হয়েছে, যা ৭৩ লাখের বেশি লাইক পেয়েছে।

তবে মামদানি আশাবাদী। তিনি বলেন, 'আমরা গত এক বছর যে নীতিগুলোর কথা বলেছি, আমি নিশ্চিত সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারব। রাজনীতি যাই হোক, নিউইয়র্কবাসীর সমস্যা একটাই—আমরা সবাই একই সংকটে ভুগছি।'

মামদানির প্রগতিশীল নীতিগুলোর মধ্যে আছে অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া স্থির করা, বাসে বিনা মূল্যে যাতায়াত, সর্বজনীন শিশুসেবা, শহর পরিচালিত মুদি দোকান ও ধনীদের ওপর বাড়তি কর। তাঁর প্রচার তহবিলে ২০ মিলিয়ন ডলার এসেছে সাধারণ দাতাদের কাছ থেকে, গড়ে প্রতি অনুদান প্রায় ৮০ ডলার।

মামদানির দপ্তর জানিয়েছে, শিগগিরই তাঁরা ডেপুটি মেয়র ও বিভিন্ন দপ্তরের কমিশনারদের নাম ঘোষণা করবেন। মামদানি বলেন, 'কিছু নাম পরিচিত হবে, কিছু নতুন। কিন্তু সবাই এক লক্ষ্যেই ঐক্যবদ্ধ পুরোনো সমস্যার নতুন সমাধান। ১ জানুয়ারি যখন আমরা নতুন প্রশাসনের শপথ নেব, নিউইয়র্কবাসী তখন শুধু নতুন মেয়র নয়, নতুন এক যুগকেও স্বাগত জানাবে যেখানে প্রত্যেকে নিজের অংশীদারত্ব অনুভব করবে, আর এই শহরের সাফল্য হবে আমাদের সবার।'

নব-নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানীর রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানের নেপথ্যে ‘এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্’

জোহরান মামদানী, নিউইয়কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এখন আলোচিত নাম। যিনি এখন বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন কৈশোর থেকে নিউইয়র্কের কুইন্সের এস্টোরিয়ার বাসিন্দা। সেখানেই বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। এর মধ্যে অন্যতম এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক। এ সংগঠনটির সাথে তিনি ছিলেন অতপ্রতোভাবে জড়িত। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর সময় যখন নিউইয়র্কের বাসিন্দারা মহামারীর আঘাতে পুরো পর্যূদস্ত তখন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার এর সাথে একাত্মভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা, করোন আক্রান্ত রোগী ও তার পরিবারকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতায় জোহরান মামদানী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ারের সভাপতি সোহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন সহ সংগঠনের সকল সদস্যরা ছুটে গিয়েছেন কুইন্স, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিনে। করোনা মহামারীতে লোকজন ভয়ে ঘর থেকে বের হতে পারতেন না, কাজে যেতে পারতেন না জোহরান মামদানী ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সকল নেতৃবৃন্দ সে সকল বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতেন। দীর্ঘ কয়েক মাসের এমন দূর্যোগে সংগঠনটির পাশে থেকে জোহরান মামদানীও মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। নিজের হাতে করে ইফতার, খাদ্য ওষুধ সামগ্রী নিয়ে পৌছে দিয়েছেন। আর এসব খাদ্য সহায়তা ও বিতরণ সহযোগিতা তহবিল সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো মামদানীর। তিনি বিভিন্ন সংস্থা থেকে সোসাইটির তহবিল সংগ্রহ করে আবার সেই তহবিল থেকে মানুষের সহযোগিতায় ব্যায় করতেন। নিজের মানব কল্যাণব্রতের পাশাপাশি এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একজন বন্ধু হিসেবে সর্বদা কার্যক্রমে অংশ নিতেন। এভাবেই করোনা মহামারীর সময় তিনি মানুষের কাছে ব্যাপক প্রসংশিত হোন। তখন কমিউনিটির গণমাধ্যম ও নিউইয়র্কে সুপরিচিত গণমাধ্যমে মামদানী ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মানবিক কার্যক্রম বেশ গুরুত্বের সাথে সংবাদে তুলে ধরে। জোহরান মামদানীর সাথে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক যিনি কমিউনিটি বন্ধু হিসেবে নিউইয়র্কে পরিচিত বাংলাদেশি-আমেরিকান মো. জাবেদ উদ্দিন কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করে গেছেন এবং এখনো করছেন। এসব মানবকল্যানমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি নিউইয়র্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধির কাছে ব্যাপক প্রশংসা ও সম্মাননা পেয়েছেন। মানকল্যাণের কাজে মামদানীর সাথে বন্ধুপ্রতীম ব্যাক্তি হিসেবে জাবেদ উদ্দিন সর্বদা থাকতেন।



এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো: জাবেদ উদ্দিন

২০২১ সালে স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এ জোহরান মামদানী প্রার্থী হোন। তখন তার পাশে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও এস্টোরিয়ার বাসিন্দারা ঐক্যবদ্ধভাবে তার নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করে যান। মামদানীও তার এসব প্রচারণায় এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও স্থানীয় বাসন্দিাদের সাথে রাখেন। ওই নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হোন। বিজয়ী হওয়া পর মামদানীও তাদের সহযোগিতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণে রাখেন। তার সাথে মো. জাবেদ উদ্দিন কাজ করে গেছেন বন্ধুর মতো।

সিটির মেয়র প্রার্থী হওয়ার সময় মামদানী এস্টোরিয়াবাসী সহযোগিতায় প্রচারণা শুরু করেন। তখন থেকে এস্টোরিয়া বাসী ও ওয়েলফোর সোসাইটির সকল সদস্যরা একাত্মতা পোষণ করে মামদানীর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। মামদানী নিজেও তার প্রচারণায় বার বার এস্টোরিয়া বাসীর কথা বলেন।

মেয়র নির্বাচনে প্রাইমারী থেকে মূল নির্বাচন পর্যন্ত জোহরান মামদানী সকল প্রচারণায় এস্টোরিয়ার বাসিন্দারা সরব ছিলেন। ৪ নভেম্বর তার বিজয়ের পর এস্টোরিয়ার বাসন্দিারা সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হোন, কারণ তাদেরই একজন সিটির মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। যিনি এই এস্টোরিয়া থেকে নিজেকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ সেই মামদানী বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্ক সিটির মেয়র।

সিটি মেয়র নির্বাচনে মামদানীর এ বিজয়ে নিউইয়র্কের ডাক্তার, কর্মজীবি, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট সহ পেশাজীবি সকলেই বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সৌজন্যে: নজরুল ইসলাম, সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া।

৩ দিনে প্রায় ৫ হাজার ফ্লাইট বাতিল

শেষ পৃষ্ঠায় পর

২,১০০-এরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, আর ৭,০০০-এর বেশি ফ্লাইটের যাত্রা বিলম্বিত হয়েছে।

ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) আরোপিত ৪ শতাংশ ফ্লাইট কমানোর সিদ্ধান্তের কারণে এই বিপর্যয় আরও জটিল আকার নিয়েছে। চলমান সরকারি অচলাবস্থা কাটাতে কংগ্রেস যদি দ্রুত কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারে, তবে বাতিল ও বিলম্বের সংখ্যা আরও বেড়ে যেতে পারে, যা থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের আগে ভ্রমণ পরিকল্পনা করা লাখো মানুষের জন্য বড় বিপর্যয় বয়ে আনবে।

এফএএ শুক্রবার থেকে ৪ শতাংশ ফ্লাইট কমানোর পদক্ষেপ শুরু করেছে, যা ১৪ নভেম্বরের মধ্যে বাড়িয়ে ১০ শতাংশে নেওয়া হবে। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই সীমাবদ্ধতা কার্যকর থাকবে এবং সব বাণিজ্যিক ফ্লাইটের ওপর এর প্রভাব পড়বে।

রবিবার সবচেয়ে বেশি ফ্লাইট বাতিল হয় আটলান্টার হার্টসফিল্ড-জ্যাকসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫৭০টিরও বেশি। এর পরেই রয়েছে নিউ জার্সির নিউয়ার্ক লিবার্টি বিমানবন্দর, যেখানে বাতিল হয় অন্তত ২৬৫টি ফ্লাইট। আটলান্টায় তীব্র ঠান্ডা ও বরফজমা আবহাওয়াও বিপর্যয় বাড়িয়ে তুলেছে; স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তর মঙ্গলবার পর্যন্ত 'ফ্রিজিং কন্ডিশন' সতর্কতা জারি করেছে।

ফ্লাইটঅ্যাওয়ারের তথ্যমতে, শুক্রবার ১,০২৪ টি এবং শনিবার ১,৫০০-র বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল।

এপি নিউজ জানায়, নিউয়ার্ক ও নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে কর্মীসংকটের কারণে গড়ে ফ্লাইট ছাড়তে বিলম্ব হচ্ছে প্রায় ৭৫ মিনিট করে।

শন ডাফি বলেন, "অচলাবস্থা এই সংকট আরও বাড়িয়েছে, প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ জন পর্যন্ত কন্ট্রোলার অবসর নিচ্ছেন। এতে বিশাল বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। সত্যি বলতে এটা ভালো হবে না, বরং আরও খারাপ হবে, যতক্ষণ না বিমান নিয়ন্ত্রণকর্মীদের বেতন দেওয়া হয়।"

তিনি বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তাঁকে সামরিক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে তারা বেসামরিক বিমান ব্যবস্থায় কাজের জন্য অনুমোদিত কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারলাইনস অ্যাসোসিয়েশন জানায়, শনিবার কন্ট্রোলার সংকটজনিত বিলম্বের সময় ছিল ৩,০০০ ঘণ্টার বেশি।অচলাবস্থা শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে দীর্ঘ। কর্মীসংকটের কারণে ৭১ শতাংশ ফ্লাইটের বিলম্ব হচ্ছে।

'ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনে' প্রতিরোধ পরিকল্পনায়

শেষ পৃষ্ঠায় পর

প্রশাসন নিউইয়র্ক এর ফেডারেল তহবিল কমানো এবং নতুন অভিবাসন অভিযান চালানোর উপায় খুঁজছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক ও সিটির নেতারা গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সম্ভাব্য ফেডারেল সেনা ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষ সিটিতে পাঠানোর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। এই প্রস্তুতিগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, যখন শহরের নতুন মেয়র নির্বাচিত হলেন জোহরান মামদানি, যিনি ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্ট এবং ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিরোধী হিসেবে পরিচিত।

প্রস্তুতিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যক্তিগত বৈঠক, দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল গঠন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো এবং ওয়াশিংটন ডিসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনালাপ। এই আড়াল প্রস্তুতি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন নিউ ইয়র্ককে ট্রাম্প কিভাবে "ফেডারেল ক্ষমতার" শহর বানাবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুলের প্রধান উপদেষ্টা জ্যাকি ব্রে অন্যান্য সিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিকল্পনা তৈরি করছেন। ব্যবসায়িক নেতারা বৈঠক করবেন। পার্টনারশিপ ফর নিউ ইয়র্ক সিটির প্রধান কাথরিন ওয়াইল্ডে বলেন, "লস অ্যাঞ্জেলেসের সফল কৌশল আমরা লক্ষ্য করেছি।"

প্রস্তুতি ত্বরান্বিত হয়েছিল আগস্টে ক্যানাল স্ট্রিটে একটি অভিযান চলার পরে, যেখানে ৫০-এর বেশি ফেডারেল এজেন্ট অংশ নেন এবং নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ধরনের ছোট অভিযানগুলো ভবিষ্যতে বড় রাউন্ডআপের প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

নিউ ইয়র্কের অভিবাসী এলাকায় কমিউনিটি গ্রুপ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনরা খাদ্য বিতরণ, নজরদারি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ করছেন। "আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে একসাথে থাকা গুরুত্বপূর্ণ," বলেন মেক দ্য রোড নিউ ইয়র্কের নির্বাহী পরিচালক জোসে লোপেজ।

অক্টোবর মাসে ট্রাম্প যখন অন্য শহরে পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন, তখন ১০০-এর বেশি ইউনিয়ন ও কমিউনিটি গ্রুপ একটি জোট, ঐধহফং ঙভভ ঘণঈ, গঠন করে ফেডারেল হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

হা-লিন চোই, জোটের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, বলেন, "লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আমরা শিখেছি প্রস্তুতি না থাকলে কতটা কঠিন হতে পারে।"









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- পৌনি গুমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকার যে কোন বড় কলার নুনতম বিনিয়োগে মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নুনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

দেশে কোন রেজিস্টার্ড মর্টগেজ/প্রপার্টির মালিক আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে পরবর্তীতে গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমিনাল এসাইলাম ক্লেইমস, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিদেসস্থত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন : **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন : ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

এখানে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098780

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ব পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

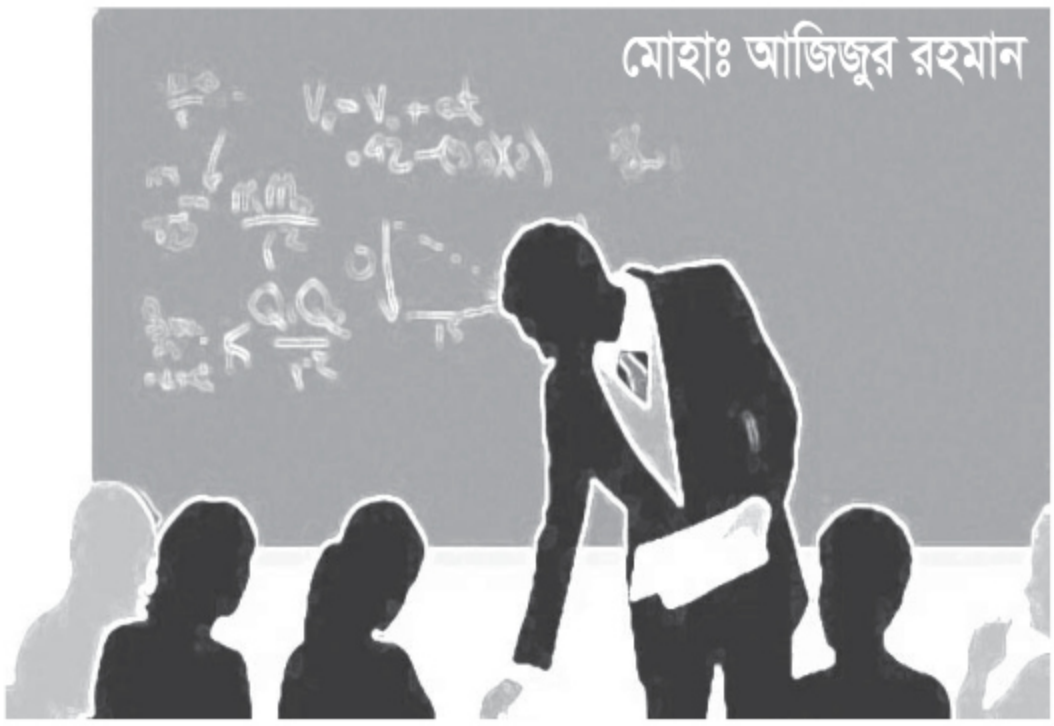


যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

মানুষ গড়ার কারিগর

মোহাঃ আজিজুর রহমান



শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসাণের লক্ষ্যে যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে বা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রাইমারী স্কুল বা বিদ্যালয়। তখন কিন্তু একজন বা পরবর্তীতে দুইজন শিক্ষক দিয়েই চলছে সে সময়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম । সেসময়ে ছিলো না কোনো বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি বা ছাত্রদের অভিভাবক পরিষদ। নাম মাত্র একজন স্কুল সেক্রেটারি স্কুলের দায়িত্ব পালন করতেন।

এমতাবস্থায়ও সে যুগে আমাদের শিক্ষক চরিত্র আজকের মত বিতর্কিত বা সমালোচিত হয়নি।শিক্ষকগণ তাদের চলাফেরা আলাপ আলোচনা বা সামাজিকতায় তাদের নিজ অবস্থান সব সময় আদর্শিকতার আলোকে নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকতেন।তাই তো তৎকালীন সময়ে আমাদের সমাজের মানুষজন একজন শিক্ষক বা শিক্ষিত মানুষকে আদর্শ বা আদর্শবাদী মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন করতেন । শিক্ষত জনদের কথা বার্তা আচার ব্যবহার হতো সমাজের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতজনদের আদর্শ ।

এমনই ভাবে একজন শিক্ষক বা শিক্ষিত মানুষ সমাজের কাছে প্রায় সর্ব বিষয়ে হয়ে উঠলেন আদর্শের প্রতীক।সেই থেকে সাধারণ নাগরিকদের মাঝে আস্তে আস্তে যেমন শিক্ষার কদর বাড়তে লাগলো তেমনি মানুষজন বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিভিন্ন ভাবে সরকারি বেসরকারি কার্য্যক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেতে থাকলো।

প্রায় গ্রামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলো।যে সমস্ত গ্রামে প্রাইমারী স্কুল ছিলো তারও মান বাড়লো ।একজন জনের স্কুলে দুই তিনজন শিক্ষক দেয়া হলো ।শিক্ষকদের মধ্যে পদ পদায়ন সৃষ্টি হলো ।প্রধান শিক্ষক বা হেড মাষ্টারের পদ সৃষ্টি হলো ।মানুষজন এভাবে সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ বা উন্নয়নকে গর্বের প্রতীক হিসেবে বেছে নিলো।

এমতাবস্থায় ,বড়তে থাকলো সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিতজনদের কদর ।

শিক্ষা ব্যবস্থায় হাইস্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠায় একসময় দেশের জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা থাকলেও পরবর্তীতে তার উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা রাখেন দেশের শিক্ষানুরাগী সচেতন দেশবাসী জনগণ ।

যদিও এসময়ের মধ্যে বাংলার বাঘ খ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ব্রিটিশ ভারতের নামকরা রাজনীতিবিদ ও খ্যাতিমান আইনজীবী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উদারীকরণ এবং জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায় ।

একজন সফল দেশপ্রেমিক ও জনবান্ধব নেতা জনাব ফজলুল হক সাহেবের এই উদ্যোগ এজাতির জন্য ছিলো মুক্তির সোপান ।যদিও আজকাল এ জাতির শিক্ষিত সচেতন নাগরিক বলে পরিচিত গোষ্ঠীকে মরহুম নবাব সলিমুল্লাহ নবাব নওয়াব আলী বা শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রতি তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দানে তৎপর হতে দেখিনা ।

বৃহত্তর ভারত খ্যাত এই তিনি মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই আমাদের দেশের সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের এই উন্নতি বা অগ্রযাত্রা ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ,ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ,সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ সহ গোটা ঢাকা মহানগরীতে রয়েছে নবাবের দানকৃত অসংখ্য স্থাপনা ।

কিন্তু আমরা এই দানশীল মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকেও তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ব্যর্থ ।এভাবেই আমরা আমাদের জাতি সত্তায় বিভ্রান্তি অযোগ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় অহরহ দিচ্ছি ।

যাক ফিরে যাই পূর্বের প্রসঙ্গে । জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পরে যে সমস্ত প্রজা বা ছোট্ট ভূস্বামী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে তৎপর হয়ে ছিলেন তাদের জন্য তা ছিলো খুবই কষ্টের ও ত্যাগের।

একেকটি এলাকায় একেকটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় যে পরিমাণ জমি ও স্থাপনা দরকার ছিলো তা সত্যিই তখনকার মানুষের জীবন ব্যবস্থায় ছিলো খুবই ব্যয়বহুল।

তারপর আরো কষ্টের ব্যাপার ছিলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংগ্রহ ।বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক গ্রামের স্কুলের জন্য পাওয়া ছিলো কষ্টকর । শিক্ষার্থীদের জন্য যেতে হতো গ্রামে গ্রামে দিতে হতো লজিং সুবিধা । অনেক কষ্টে এসবে ভূমিকা রাখতেন গ্রামের সচ্ছল কৃষক,স্বল্প পুঁজির দোকানদার আর শিক্ষানুরাগী গরীব গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ।

আর এসব ত্যাগ স্বীকারের একমাত্র কারণ ছিলো একটি শিক্ষিত বোধ বিবেক সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা।যাদের মাধ্যমে শিক্ষায় সভ্যতায় অগ্রসর হবে এ দেশ ও সমাজ।

কিন্তু দুংখের সহিত বলতে হয় আজ আমরা কোথায় অবস্থান নিয়েছি ? আমাদের যাত্রা কোথায় ?

কেনো আমাদের আজ এই পরিনতি?

ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার সম্প্রসার ও নৈতিক এবং চারিত্রিক দৈন্যতায় আজ আমরা ধ্বংসের দিকে ধাবমান ।

এমতাবস্থায় পরিত্রাণের একমাত্র উপায় আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসাণ আদর্শ শিক্ষক সমাজ গঠন ।যে সমস্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক হবেন সঠিক মানুষ গড়ার কারিগর ।তাই তো সেই সব আদর্শ শিক্ষকদের আমাদের খোঁজা প্রয়োজন যারা বিবেক বিবেচনায় নৈতিকতায় হবেন আদর্শ মানুষ। যাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত থাকবে সত্য মিথ্যা ,ভালো মন্দ,হালাল হারাম ও জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ।

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোস অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

জ্যামাইকায় 'নবান্ন রেস্টুরেন্ট'-এর দ্বিতীয় শাখা উদ্বোধন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

'নবান্ন রেস্টুরেন্ট'-এর দ্বিতীয় শাখা। গত ১ নভেম্বর শনিবার অপরাহ্নে এর উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য ও আনন্দঘন পরিবেশে ফিতা কেটে নতুন শাখাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মৌসুমী। এরপর বিশেষ দোয়া করা হয়। এ ছাড়াও কেক কাটা হয়। উল্লেখ্য, রেষ্টুরেন্টটি 'ফাল্গুনী রেষ্টুরেন্ট' হিসেবে সম্প্রতি চালু হয়েছিলো। বাংলাদেশী মালিকাধীন 'ফাল্গুনী রেষ্টুরেন্ট'টি 'নবান্ন রেস্টুরেন্ট' কতৃক্ষপক্ষ ক্রয় করে নতুন আঙ্গীকে চালু করেছে। খবর ইউএনএ'র।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নবান্নে শুভ কামনা জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসময় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজীম, বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন ।

'নবান্ন রেস্টুরেন্ট' কর্তৃপক্ষ জানান, জ্যাকসন হাইটসের 'নবান্ন রেস্টুরেন্ট'-এর জনপ্রিয়তায় জ্যামাইকায় এর নতুন শাখা খোলা হলো। ক্রমান্বয়ে নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোতে পাঁচটি শাখা চালু করা হবে। বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ দেশী-বিদেশী ভোজন বিলাসীদের মানসম্মত আর মজাদার খাবারে পেট ভরানোই আমাদের লক্ষ্য।

নবান্ন রেস্টুরেন্টের মালিক মুহাম্মদ কাদের বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির লোকজন জ্যামাইকা থেকে জ্যাকসন হাইটসে গিয়ে নবান্নের খাবার উপভোগ করতে হলে সময় এবং ট্রান্সপোর্টের খরচ রয়েছে। যেকারণে জ্যামাইকায় দ্বিতীয় শাখাটি চালু করা হয়েছে। তিনি জানান, এই রেষ্টুরেন্টে পারিবারিক পরিবেশে সুলভমূল্যে সঠিক মানের বাংলাদেশী খাবার সরবরাহ করা হবে।

নবান্ন রেস্টুরেন্টের এই শাখাতে স্পেশাল খাবারের মধ্যে থাকবে হালিম, পুরান ঢাকার বিহারী কাবাব, কাচ্চি বিরিয়ানীসহ সময়োপযোগী নানা স্বাদের এপাটাইজার। শীতে থাকবে বাহারী স্বাদের দেশীয় নানা পিঠা। এছাড়া নবান্নের বিশেষ আকর্ষণ থাকবে ৬ রকম স্বাদের ফুচকা, ঝালমুড়ি ও চটপটি। পাশাপাশি নিয়মিত থাকবে ভর্তা, মাছ ও মাংসের রেগুলার কম্বিনেশন।









MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket. Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. **টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ** টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ও প্রবাসী ভোটার অ্যাপ উদ্বোধন ১৮ নভেম্বর: ইসি সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৮ নভেম্বর প্রকাশ করা হবে। একই দিন প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করা হবে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ রোববার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি বলেন, 'প্রবাসী ভোটার অ্যাপ উদ্বোধন করতে চেয়েছিলাম আগামী ১৬ নভেম্বর। এখন সেদিনের পরিবর্তে ১৮ নভেম্বর করা হবে। মূল কারণ দুটো। ১৬ নভেম্বর হয়ে গেছে রোববার। রোববার বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সাপ্তাহিক ছুটি। কিন্তু আমাদের এখানে তো আমরা কাজ করি। সেটা বিবেচনা করে দেখা গেল, ১৮ তারিখে করলে জিনিসটা ভালো হয়। আর এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস আছে, ১৮ তারিখ আমরা আমাদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করব। অ্যাপ লঞ্চিংয়ের সময় পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।'



রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

FOOD Dynasty

7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

BIG SALE
মাছের সেল

17 October - 20 November 2025

এই প্রথম জ্যাকসন হাইটসে

সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার

FOOD DYNASTY, JACKSON HEIGHTS

FISH SALE







FOOD Dynasty

7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

718-779-2077

আর নয় বার্মা,
থাইলেন্ডের মাছ

জ্যাকসন হাইটসে এখন
সিলেটের হাওড়ের
মাছ

সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার



The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ০৭ : সোমবার, নভেম্বর ১০, ২০২৫
কার্তিক ২৫, ১৪৩২ জমাদিউল আউয়াল ১৮, ১৪৪৭

Vol. 30 : Issue 07 : November 10, 2925 USA
Free in NY, Other State $1

পাঁচ নারী নিয়ে মেয়র মামদানির ট্রানজিশন টিম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি নতুন প্রশাসন গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নতুন প্রশাসন গঠনে যে ট্রানজিশন টিম গঠন করা হয়েছে, তাতে পাঁচজনই নারী। বুধবার তাঁর এ ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ জানুয়ারি দায়িত্ব নেওয়ার দিন থেকেই কাজ শুরু করার অঙ্গীকার করে তিনি বলেন, তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনে' প্রতিরোধ পরিকল্পনায় নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে জোহরান মামদানী মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় সম্ভাব্য ফেডারেল অভিযান আরো কঠোর ও সেনা মোতায়েন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। এমন শঙ্কায় নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটি প্রশাসন ট্রাম্প প্রশাসনের সেনা মোতায়েনের উদ্যোগ প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিউইয়র্কে 'সেনা মোতায়েনে' ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সম্ভাব্য পরিকল্পনা ঠেকাতে গভর্নর ক্যাথি হোকুলের দপ্তর ব্যবসায়ী মহল ও নাগরিক সংগঠনগুলো গোপনে বৈঠক করছে মামলার কৌশল, দ্রুত প্রতিক্রিয়া দল গঠন ও আইনি সহায়তার পরিকল্পনা নিয়ে।

এরই মধ্যে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



ফাইল ছবি: দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিমানবন্দরে বিপর্যয়

৩ দিনে প্রায় ৫ হাজার ফ্লাইট বাতিল

*রবিবার সর্বোচ্চ ২ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিমান চলাচলে বিপর্যয় বেড়েই চলছে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত এ তিনদিনে দেশের ৪০ টি বিমানবন্দরের প্রায় ৪ হাজার ৭শ ২৪ টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া এ তিনদিনে ১৬ হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বিলম্ব যাত্রা করেছে। এদিকে ট্রান্সপোর্টেশন সেক্রেটারী শন ডাফি সতর্ক করে বলেছেন, যদি এই অচলাবস্থা থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ব্যস্ত ভ্রমণ মৌসুম পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে দেশের বিমান চলাচল "প্রায় সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।"



'ফ্লাইটঅ্যাওয়ার'-এর তথ্য অনুযায়ী, রবিবার দেশের অভ্যন্তরে, আগমন ও প্রস্থানসহ মোট ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নির্বাচনে মনোয়ার-মমিন পুনর্নির্বাচিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের দ্বি-বার্ষিক (২০২৬-২০২৭) নির্বাচনে সভাপতি পদে মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে মমিনুল ইসলাম মজুমদার পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার (৮ নভেম্বর) জ্যাকসন ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন





বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ করার প্রত্যয়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ার মধ্যদিয়ে প্রত্যয়ে উদযাপিত হলো 'প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি'র ৫০ বছর পূর্তী অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী। কমিউনিটির উন্নয়ন আর কল্যাণে ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান গত ২ নভেম্বর রোববার বিকেলে নিউইয়র্কের কুইন্সের অভিজাত ব্যাঙ্কুয়েট হল 'টেরেস অন দ্য পার্ক'-এ আয়োজন করা হয়। উৎসবের ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রত্যেক আমেরিকান পাবেন দুই হাজার ডলার নগদ প্রণোদনা

- প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্যারিফ লভ্যাংশ থেকে আমেরিকান নাগরিকদের দেয়া হবে দুই হাজার ডলার নগদ প্রণোদনা। তবে উচ্চ আয়ের আমেরিকানরা এ প্রণোদনা পাবেন না।



রবিবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে ঘোষণা দিয়ে লিখেন, তাঁর ট্যারিফ নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র এখন "অত্যন্ত ধনী সমৃদ্ধ" হয়ে উঠেছে। সেই সমৃদ্ধির অংশ হিসেবে দেশের প্রতিটি নাগরিককে (উচ্চ আয়ের মানুষ ছাড়া) দুই হাজার ডলার করে ট্যারিফ লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

উদ্বোধন করলেন শাহ নেওয়াজ

জ্যাকসন হাইটসের মামা'স রেস্টুরেন্ট এখন আলাদীন রেস্টুরেন্ট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী মালিকানাধীন জ্যাকসন হাইটসের মামা'স রেস্টুরেন্ট হলো আলাদীন হালাল রেস্টুরেন্ট। স্থানীয় ৭৩ স্ট্রিট/বাংলাদেশ স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত রেষ্টুরেন্টটি গত ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যামাইকায় 'নবান্ন রেস্টুরেন্ট'-এর দ্বিতীয় শাখা উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে উদ্বোধন হলো জ্যাকসন হাইটসের জনপ্রিয় ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: জাতিসংঘের এবারের ৮০তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ড. ইউনূস জাতিসংঘে ভাষণ প্রদান সহ বিভিন্ন ইভেন্ট নিয়ে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ড. ইউনূস দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন। জাতিসংঘের অধিবেশন ঘিরে সঙ্গত কারনেই এই ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com